বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.probashi.gov.bd

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৫

নির্দেশনায়ঃ বেগম শামছুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত সচিব

সম্পাদনায়ঃ সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ

(১)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আহ্বায়ক
(২)	যুগ্মসচিব (বাজেট)	সদস্য
(৩)	যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান ও পলিসি)	সদস্য
(৪)	যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ)	সদস্য
(৫)	যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট)	সদস্য
(৬)	যুগ্মসচিব (মিশন ও কল্যাণ)	সদস্য
(৭)	যুগ্মসচিব (সংস্থা)	সদস্য
(৮)	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কর্মসংস্থান), বিএমইটি	সদস্য
(৯)	মহাব্যবস্থাপক, বোয়েসেল	সদস্য
(১০)	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক , প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	সদস্য
(১১)	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	সদস্য
(১২)	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয় শাখা)	সদস্য সচিব

প্রচ্ছদ ও ডিজাইনঃ
প্রকাশনায়ঃ সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মুদ্রণেঃ

প্রকাশকালঃ
০৪-০১-১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৭-০৪-২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

অধ্যায়		বিষয়	পৃষ্ঠা
০১		মন্ত্রণালয় পরিচিতি	
	১.১	ভূমিকা	১
	১.২	ভিশন ও মিশন	১
	১.৩	কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১
	১.৪	প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি	১
	১.৫	সাংগঠনিক কাঠামো	২
	১.৬	জনবল কাঠামো	৩
	১.৭	মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন	৩-৫
	১.৮	দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল	৫
	১.৯	বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে শ্রম উইং	৫
	১.১০	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহ	৬
	১.১১	প্রশাসনিক অন্যান্য কার্যাবলী	৬
০২		বাজেট ২০১৪-১৫	৭
০৩		২০১৪-১৫ সালে মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অগ্রগতি	৮
০৪		২০১৪-১৫ সালে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অগ্রগতি	২৩
	৪.১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)	২৩
	৪.২	বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)	২৪
	৪.৩	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	২৪
	৪.৪	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	২৫
০৫		উপসংহার	২৬
	পরিশিষ্ট-ক	এ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা	২৭
	পরিশিষ্ট-খ	মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো	৩০

অধ্যায়-১

মন্ত্রণালয় পরিচিতি

১.১ ভূমিকা:

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। বর্তমানে বাংলাদেশ কর্মক্ষম জনসম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় বর্তমান সরকার এ সেক্টরকে 'থ্রাস্ট সেক্টর' হিসেবে ঘোষণা করেছে। কারণ বিদেশে কর্মসংস্থান শুধুমাত্র দেশের বেকারত্ব হ্রাসই করেনা , একই সাথে বিদেশে কর্মরত প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের অর্থনৈতিক চাকাকে সচল রাখছে।

১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও কর্মী প্রেরণের বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে সমঝোতার সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সত্তুর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে বাংলাদেশী কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অভিবাসন শুরু হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত ও সহায়তা করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৭৬ সালে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে সরকারি পর্যায়ে কর্মী বাছাই ও বিদেশে কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটিড (বোয়েসেল) নামে একটি সরকারি রিক্রুটিং সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। অত:পর প্রবাসীদের কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করে। এ মন্ত্রণালয় গঠনের উদ্দেশ্য হল প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারন। রেমিটেন্সের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং দেশের সকল অঞ্চল হতে কর্মীদের বিদেশ যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরবর্তী কালে, ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া, বিদেশে নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য ২০১০ সালে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিড মানি হিসেবে প্রদত্ত ১৪০ কোটি টাকা দিয়ে মন্ত্রণালয়ের আওতায় অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠিত হয়।

এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার ফলে এ পর্যন্ত বিশ্বের ১৬১ টি দেশে ৯৮ লক্ষের অধিক বাংলাদেশী কর্মী গমন করেছে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় একদিকে যেমন দেশের বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে প্রবাসীদের প্রেরিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৪৬ জন কর্মী বিএমইটি'র ছাড়পত্র নিয়ে বিভিন্ন দেশে গমন করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তাদের অর্জিত রেমিট্যান্সের পরিমান ১৫ দশমিক ৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১.২ ভিশন ও মিশন:

ভিশন:

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপদ অভিবাসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

মিশন:

আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের অধিকতর কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন।

১.৩ কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১. দক্ষ জনবল তৈরি;
২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ;
৩. প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ;
৪. রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি।

১.৪ প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions (Schedule I of the Rules of Business, 1996) অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. অভিবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
২. বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য বিদেশে প্রচলিত শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;

৩. নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে নতুন/অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
৪. নার্স, গৃহকর্মী, বয়স্কসেবা, শিশু পরিচর্যা, গার্মেন্টস ইত্যাদি পেশায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক হারে মহিলা কর্মী বিদেশে প্রেরণে কার্যক্রম গ্রহণ ও মহিলা কর্মীদের জন্য নতুন নতুন বাজার এবং নতুন নতুন সেক্টর অনুসন্ধান;
৫. বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন;
৬. অভিবাসন ব্যয় হ্রাসসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;
৭. রিক্রুটিং এজেন্সিগুলির নিবন্ধন, লাইসেন্স প্রদান ও তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
৮. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিক হারে অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা;
৯. দেশের সকল অঞ্চল হতে বিশেষত অনগ্রসর মঙ্গাপ্রবণ উত্তরাঞ্চল হতে কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি;
১০. রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি ও বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণে বাংলাদেশি কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদান;
১১. প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা;
১২. দেশে প্রত্যাগত প্রবাসী কর্মীদের বিদেশে অর্জিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে দেশের উন্নয়নে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ;
১৩. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর ও দপ্তরসমূহের (বিএমইটি, বোয়েসেল, ওয়েজ আনার্স কল্যাণ তহবিল, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক) কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ;
১৪. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের শ্রম উইং-এ জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
১৫. অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা;
১৬. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশের সরকার ও সংস্থার সাথে এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সম্পাদন;
১৭. এ মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত বিষয় সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, আইন ও বিধিসমূহ প্রণয়ন/সংশোধন;
১৮. অবৈধ অভিবাসন বন্ধে ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স পরিচালনা করা;
১৯. বৈধ পথে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য জনগণের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি ও অবৈধ অভিবাসনের ঝুকি ও প্রতারণা সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;
২০. বিদেশে নিয়োগকৃত কর্মী, নিয়োগকারী দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংরক্ষণ।

১.৫ সাংগঠনিক কাঠামো:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) অনুযায়ী ৪টি অনুবিভাগের অধীন ৯টি অধিশাখা, ২০টি শাখা ও একটি শ্রমবাজার গবেষণা সেলের আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ১৩৯ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা মোট ৩৮ জন, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল মোট ১০১ জন। মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১ জন সচিব, ০৪ জন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, ০৮ জন উপসচিব, ১ জন উপপ্রধান, ২০ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সচিবের একান্ত সচিব, ২ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান, ১ জন সহকারী পোগ্রামার ও ১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। এছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদেশস্থ মোট ২৫টি দেশে ২৮টি শ্রম উইং রয়েছে। শ্রম উইংসমূহে মোট জনবল ১৮২ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণি ৪৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণি ১৬ জন তৃতীয় শ্রেণি ১২০ জন ও চতুর্থ শ্রেণি ১ জন। মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম **পরিশিষ্ট-ক** এ দেখানো হলো। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বিদ্যমান অনুবিভাগগুলোকে স্থানীয়ভাবে ০৭ টি অনুবিভাগে বিভক্ত করে কার্যাদি সম্পন্ন করা হচ্ছে।

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ ও আওতাধীন অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপ:

	অনুবিভাগসমূহ		অধিশাখাসমূহ
১.	প্রশাসন ও অর্থ	১.	প্রশাসন
		২.	বাজেট
		৩.	মিশন ও কল্যাণ
২.	কর্মসংস্থান	৪.	কর্মসংস্থান-১
		৫.	কর্মসংস্থান-২
৩.	মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট	৬.	মনিটরিং
		৭.	এনফোর্সমেন্ট
৪.	উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	৮.	পরিকল্পনা
		৯.	প্রশিক্ষণ

১.৬ জনবল কাঠামো:

মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত জনবল কাঠামো (বিদেশস্থ শ্রম উইং ব্যতিত) নিম্নরূপ:

গ্রেড নং	ক্রঃ নং	পদবি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারী	শূন্য পদ	মন্তব্য
গ্রেড-১	১	সচিব	০১	০১	০	-
গ্রেড-২	২	অতিরিক্ত সচিব	০১	০১	০	-
গ্রেড-৩	৩	যুগ্মসচিব	০৩	০৭	০	অতিরিক্ত ০৪ জন সংযুক্তিতে কর্মরত।
গ্রেড-৪ ও ৫	৪	উপসচিব	০৮	১২	০	অতিরিক্ত ০৪ জন সংযুক্তিতে কর্মরত।
গ্রেড-৫	৫	উপপ্রধান	০১	০১	০	-
গ্রেড-৬ঃ সিঃসঃসঃ/সিঃসঃপ্রঃ গ্রেড-৯ঃ সঃস/সঃপ্রঃ	৬	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব/ /সচিবের একান্ত সচিব	২০	১০	১০	-
	৭	সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান	০২	০১	০১	-
গ্রেড-৯	৮	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	০	-
গ্রেড-৯	৯	সহকারী প্রোগ্রামার	০১	০১	০	-
গ্রেড-১০	১০	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১	০৭	১৪	-
গ্রেড-১০	১১	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৪	০৯	০৫	-
গ্রেড-১০	১২	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	০	-
গ্রেড-১১	১৩	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৮	০৫	০৩	-
গ্রেড-১৬	১৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাঃ	১৫	১৪	০১	-
গ্রেড-১৪	১৫	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	০১	০	০১	-
গ্রেড-১৬	১৬	ডাটা এন্ট্রি /কন্ট্রোল অপারেটর	০২	০২		-
গ্রেড-১৪	১৭	ক্যাশিয়ার	০১	০	০১	-
গ্রেড-১৬	১৮	গাড়ী চালক	০৩	০৩	০	-
গ্রেড-২০	১৯	ডেসপাচ রাইডার	০১	০১	০	-
গ্রেড-২০	২০	ক্যাশ সরকার	০১	০১	০	-
গ্রেড-২০	২১	অফিস সহায়ক	২৫	১৮	০৭	-
গ্রেড-২০	২২	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০৫	--	০৫	-
গ্রেড-২০	২৩	নিরাপত্তা কর্মী	০২	-	০২	-
গ্রেড-২০	২৪	মালী/গার্ডেনার	০১	--	০১	-
		সর্বমোট জনবল	১৩৯	৯৬	৫১	অতিরিক্ত ০৮ জন সংযুক্তিতে

১.৭ মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন:

১.৭.১ প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ

- অফিস ও কর্মকর্তাদের প্রশাসন, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি, বেতন, ভ্রমণ ভাতা, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- দাপ্তরিক ঋণ বরাদ্দ, নিয়োগ/পদোন্নতি/পদায়ন/বদলি, সিলেকশন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং মাননীয় মন্ত্রীর সফরসঙ্গীদের ভ্রমণ, বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ;
- মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখায় কর্মবন্টন ও সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাদি;
- হিসাব সংক্রান্ত সকল কার্যাদি;
- বাজেট, সংশোধিত বাজেট প্রস্তুতকরণ, পুনঃউপযোজন, অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত কার্যাদি;
- জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর;

- মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন;
- দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল সংক্রান্ত কার্যাদি এবং
- পাঠাগার ব্যবস্থাপনা।

১.৭.২ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ

- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রস্তাবনা প্রস্তুতকরণ;
- দক্ষতা উন্নয়ন ও গবেষণা সেলের সকল কার্যাদি;
- দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের (আর্থিক কার্যাদি ব্যতীত) অধীনে স্কিম প্রকল্প, স্কিম প্রস্তুতকরণ, মনিটরিং এবং বাস্তবায়ন;
- 'দক্ষতা উন্নয়ন, জনশক্তি ও রেমিটেন্স' সংক্রান্ত সাব-কমিটির সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- পিপিপি-এর আওতায় ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তদনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান; এবং
- মন্ত্রণালয়ের সকল উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রস্তুতকরণ।

১.৭.৩ বৈদেশিক কর্মসংস্থান অনুবিভাগ

- নতুন রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্সের আবেদন পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;
- বিদ্যমান রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স নবায়ন, রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত এবং প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- রিক্রুটিং এজেন্সির অনুকূলে বিদেশে কর্মী প্রেরণের সরকারি অনুমোদন প্রদান;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত আইন, বিধি, নীতি প্রণয়ন;
- আন্তর্জাতিক সনদ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- নারী অভিবাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বিদেশে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্সির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কার্যাদি বিষয়ে সমন্বয়;
- বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ, নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণ, অপ্রচলিত শ্রমবাজার অনুসন্ধান বিষয়ক কার্যাদি;
- নতুন, প্রচলিত, অপ্রচলিত শ্রমবাজার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তদনুযায়ী পেশাভিত্তিক কর্মসংস্থানের চাহিদা পত্র সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ;
- কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের আইন, বিধি-বিধান পর্যালোচনা; এবং
- প্রচলিত ও অপ্রচলিত শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত অডিও-ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টারি, প্রচার পত্র, বুকলেট ও ব্রীফ প্রস্তুতকরণ।

১.৭.৪ মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ

- বিদেশস্থ শ্রম উইংয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদ সৃজন ও নিয়োগ/বদলি;
- বিদেশস্থ শ্রম উইংয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদ এবং স্থানীয়ভাবে নিয়োগ/বদলি;
- বিদেশস্থ শ্রম উইংয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কল্যাণ, প্রশাসনিক এবং শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম;
- প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীদের কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণে কার্যক্রম;
- কল্যাণ তহবিলের ব্যবস্থাপনা;
- প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ ও তদারিক;
- প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের অধিকার রক্ষায় কার্যক্রম গ্রহণ;
- অনিবাসী বাংলাদেশিদের বিশেষ সুবিধা প্রদানসহ সিআইপি'র মর্যাদা প্রদান;
- অনিবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে অভিবাসী কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণে সহায়তা প্রদান;
- রেমিটেন্স গ্রহণকারীদের বিনিয়োগ প্রকল্পে সহায়তা প্রদান;
  শ্রম উইংয়ের বাজেট প্রস্তুতকরণ; এবং
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্কিত কার্যাবলী।

১.৭.৫ প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ

- মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান;
- মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের মান নিশ্চয়তা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিদেশস্থ প্রতিষ্ঠানের এক্রিডিটেশন গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কোর্স কারিকুলাম হালনাগাদকরণ;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের চাহিদা অনুযায়ী কোর্স কারিকুলাম প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন;
- বিদেশে কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত চাহিদার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি মূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও-এর সঙ্গে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা বিষয়ক কার্যক্রমের সহযোগিতা কার্যক্রম;
- প্রশিক্ষণার্থীর তথ্যভান্ডার প্রস্তুতকরণ ও হালনাগাদকরণ;
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের চাহিদা নিরূপণ এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- বিদেশ প্রত্যাগত বিশেষ করে নারী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রম।

১.৭.৬ মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ

- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের শর্ত লঙ্ঘন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম অনুসন্ধান;
- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের অভিবাসন ব্যয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের তদারকি, অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম প্রতিরোধ;
- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সাথে সমন্বয় করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রক্রিয়ায় সচেতনতা সৃষ্টি, অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার, সভা, র‌্যালি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ায় প্রচারণা পরিচালনা;
- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের কার্যক্রম মনিটরিং এবং এর কার্যক্রম উন্নয়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়;
- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;
- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ কর্তৃক কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ নিয়ম অনুসরণ বাস্তবায়ন নিশ্চিকরণ;
- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের মধ্যে যারা নিয়োগ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসরণ করছে না তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান;
- অভিবাসী বাংলাদেশিদের বিদেশ গমনের নিমিত্ত যে সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডায়গনস্টিক সেন্টারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় তাদের কাজের তদারকি ও উক্ত কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন এব প্রয়োজনে ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্সের অভিযান পরিচালনা;
- ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্সের আন্তমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান এবং উক্ত সভায় সাচিবিক সহায়তা প্রদান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং
- সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টারের কার্যক্রম মনিটরিং।

১.৭.৭ সংস্থাসমূহের প্রশাসন অনুবিভাগ

- বিএমইটি, বোয়েসেল, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, নিয়োগ;
- জনপ্রশাসন, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিএমইটি'র নিয়োগ বিধি, চাকুরির প্রবিধি, সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি প্রণয়ন;
- বিএমইটি, বোয়েসেল, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রশাসনিক, শৃংখলা, নিরীক্ষা আপত্তি, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিসসমূহের কর্মকর্তাদের বেতন, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, ছুটি, ভবিষ্যত তহবিল, ঋণ, টিএ/ডিএ মঞ্জুরী।
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিসসমূহের হিসাব সংক্রান্ত কার্যদির তত্ত্বাবধান; এবং
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিসসমূহের রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক বাজেট, সংশোধিত বাজেট প্রস্তুতকরণ, পুনঃউপযোজন, অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি।

১.৮ এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল নামে একটি তহবিল রয়েছে। উক্ত দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলটি পৃথক একটি পরিচালনা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হয়। এ ছাড়া বিদেশস্থ ২৫টি দেশে ২৮টি শ্রম উইং রয়েছে।

১.৯ বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে অবস্থিত শ্রম উইংসমূহঃ

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় সরকার শ্রমবাজার সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত রেখেছে। বিগত জোট সরকারের সময়ে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে ৮১টি পদ সম্বলিত ১৬টি শ্রম উইং চালু ছিল (আবুধাবী, রিয়াদ, জেদ্দা, কুয়েত, কাতার,

ওমান, লিবিয়া, বাহরাইন, দুবাই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইরাক, রোম-ইতালি, জাপান, জর্ডান এবং দ. কোরিয়া)। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদেশে শ্রম বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১০১টি পদ সম্বলিত ১২টি নতুন শ্রম উইং সৃজন করা হয়(স্পেন, মিশর, মিলান-ইতালি, মালদ্বীপ, ব্রুনাই, থাইল্যান্ড, গ্রীস, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জেনেভা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং হংকং)। বর্তমানে শ্রম উইংয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮টি। ফলে বিদেশে শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশ হতে আরও অধিকহারে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হবে। বর্তমান সরকারের সফল শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে বিদ্যমান শ্রমবাজার ধরে রাখার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে নতুন নতুন শ্রমবাজার হিসাবে ইতোমধ্যে হংকং, জর্ডান, মরিশাস, পোল্যান্ড, সুইডেন, বেলারুশ, পাপুয়া নিউগিনি, সিসিলি, আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কোরিয়া, রুমানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া, সুদান, মালদ্বীপ থাইল্যান্ডসহ প্রভৃতি দেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

১.১০ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা:

এ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিম্নোক্ত ৪টি দপ্তর/সংস্থা রয়েছে;

১. জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
২. বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লমেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)
৩. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
৪. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

১.১১. প্রশাসনিক অন্যান্য কার্যাবলী ঃ (নিয়োগ/পদোন্নতি/পদ স্থায়ীকরণ/ ক্রয় ইত্যাদি সংক্রান্ত)ঃ

ক) কর্মচারী নিয়োগ- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট ০০জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
খ) কর্মচারীদের পদোন্নতি- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৩য় শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণীতে মোট ০০ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
গ) সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদান- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ২য় শ্রেণীর ০০ জন কর্মকর্তাকে টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।
ঘ) পদ স্থায়ীকরণ- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদ স্থায়ীকরণের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

১.১২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গত ২০.০৯.২০১৫ তারিখ সম্পাদন হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ মন্ত্রণালয়ের সাথে গত ০৮.১২.২০১৫ তারিখে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল) এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

১.১৩ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ঃ অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তির পর্যায় অবহিতকরণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

১.১৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ে “নৈতিকতা কমিটি” গঠন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১ জানুয়ারী, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৬ মেয়াদের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

১.১৫ সিটিজেন্স চার্টারঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক দ্বিতীয় প্রজন্মের Citizens' Charter প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ) আপলোড করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার Citizens' Charter একইভাবে প্রস্তুতপূর্বক তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের Citizens' Charter মোতাবেক নাগরিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

অধ্যায়-২

বাজেট ২০১৪-২০১৫

২.১ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বাজেট:

২.১.১ রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ

(হাজার টাকায়)

কোড নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশোধিত বাজেট ২০১৪-১৫	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	মন্তব্য
৬৫০১	সচিবালয়	৫৮,৮৯,৭০	৪৩,৭৭,৩১	১৫,১২,৩৯	
৬৫০৬	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ (আইওএম)	৫০০	০০	৫,০০	
৬৫৩১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	৬২,৫২,৫৯	৫৭,৯৫,০২	৪,৫৭,৫৭	
৬৫৪২	বিদেশস্থ শ্রম উইংসমূহ	৫৪,৭৮,২৪	২৬,৮২,২২	২৭,৯৬,০২	
৬৫৯৬	রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি	৪৭০০	৪১,৫০	৫,৫০	
	মোট (অনুন্নয়ন বাজেট)	১৭৬,৭২,৫৩	১২৮,৯৬,০৫	৪৭,৭৬,৪৮	
	উন্নয়ন বাজেট				
৬৫০১	সচিবালয়	১২,৮৬,০০	৭,০১,৮৩	৫,৮৪,১৭	
৬৫৩১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	৩৪৩,৪৩,০০	৩৩৯,৭৭,৯৪	৩,৬৫,০৬	
	মোট (উন্নয়ন বাজেট)	৩৫৬,২৯,০০	৩৪৬,৭৯,৭৭	৯,৪৯,২৩	
	সর্বমোট (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	৫৩৩,০১,৫৩	৪৭৫,৭৫,৮২	৫৭,২৫,৭১	

২.১.২ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরণ	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি			২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ব্যয়			অগ্রগতির শতকরা হার	
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (DPA)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (DPA)	বরাদ্দের বিপরীতে	অবমুক্তির বিপরীতে
১.	বিনিয়োগ	৫ টি	৩৪৩২৮.০০	৩৪৩২৮.০০	-	৩৪৩২৮.০০	৩৪৩২৮.০০	--	৩৪,১৯১.৮৬	৩৪১৯১.৮৬	--	৯৯.৬০%	৯৯.৬০%
২.	কারিগরী সহায়তা	৩ টি	১৩০২.০০	২২০০.০০	১২৮০.০০	৯৩১.৫৭	২২.০০	৯০৯.৫৭	৯১২.৫৪	২১.১১	১৭৮৭.৮৪	৭০.০৯%	৯৭.৯৬%
মোটঃ		৮ টি	৩৫৬৩০.০০	৩৪৩৫০.০০	১২৮০.০০	৩৫২৫৯.৫৭	৩৪৩৫০.০০	৯০৯.৫৭	৩৫১০৪.৪০	৩৪২১২.৯৭	১৭৮৭.৮৪ (১০২.১৬%)	৯৮.৫২%	৯৯.৫৬%

* ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি-তে এ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জিওবি অংশের ৯৯.৬০% ব্যয় হয়েছে যেখানে জাতীয় ব্যয়ের হার ৯১%।

অধ্যায়-৩

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যাবলি ও অগ্রগতি

৩.১ বৈদেশিক কর্মসংস্থান:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব হলো দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ হতে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ, কর্মী গ্রহণকারী দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক, সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অর্থনৈতিক সক্ষমতা, কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম ইতাদি অনুষঙ্গসমূহও বিদেশে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও বাংলাদেশি কর্মীদের মেধা, পরিশ্রম, দক্ষতা, নিষ্ঠা, সততা ও বিশ্বস্ততা বিদেশী নিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ, প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান কার্যক্রমে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪০৯ জন কর্মী বিএমইটি'র ছাড়পত্র নিয়ে বিভিন্ন দেশে গমন করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তাদের অর্জিত রেমিট্যান্সের পরিমান ১৫ দশমিক ৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৩.১.১ বিদেশে কর্মী প্রেরণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪০৯ জন কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছিল ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ২৯৪ জন কর্মীর। অর্থাৎ পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে আলোচ্য অর্থ বছরে ১৩% বেশী বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। বাংলাদেশ হতে মূলতঃ বেশীর ভাগ কর্মী মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে স্বলমেয়াদী চুক্তিভিত্তিক কর্মে নিয়োজিত হন। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৮০ ভাগ কর্মী আরব উপসাগরীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গমন করেছেন। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ওমানে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫২২ জন , কাতারে ১ লক্ষ ০৪ হাজার ২৯৭ জন , সৌদি আরবে ১৫ হাজার ৩৬২জন কর্মী গমন করেছে। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ সালে উল্লেখযোগ্য দেশসমূহে কর্মী গমনের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

সাল	সৌদি আরব	কুয়েত	ইউএই	কাতার	বাহরাইন	ওমান	সিঙ্গাপুর	লেবানন	জর্ডান	অন্যান্য	মোট
২০১৪-১৫	১৫৩৬২	১১১১৪	২৮৬০৬	১০৪২৯৭	২৫০৯১	১০৬৫২২	৫৪৯৭২	১৯৬৮৩	২১৫৩২	৬৬২৩০	৪,৫৩,৪০৯
২০১৩-১৪	৯১২৯	৬৮৭	২০০৬০	৬৭৫৪০	২১৭২৭	১১৭৪৪৭	৫৬২০৯	১৪৫১৩	২০১৪৯	৭০৮৮৩	৩,৯৮,২৯৪

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের পরিমাণ প্রতি বছরই একই থাকে না। বিদেশে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, উন্নয়ন কার্যক্রমের গতি প্রকৃতি, রিক্রুটিং এজেন্সির উদ্যোগ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়াদি কাজ করে থাকে। সরকার সর্বদাই বৈদেশিক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে।

যে সকল দেশে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কর্মরত আছেন সে সকল দেশসমূহে বিভিন্ন বছরে কর্মী নিয়োগের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

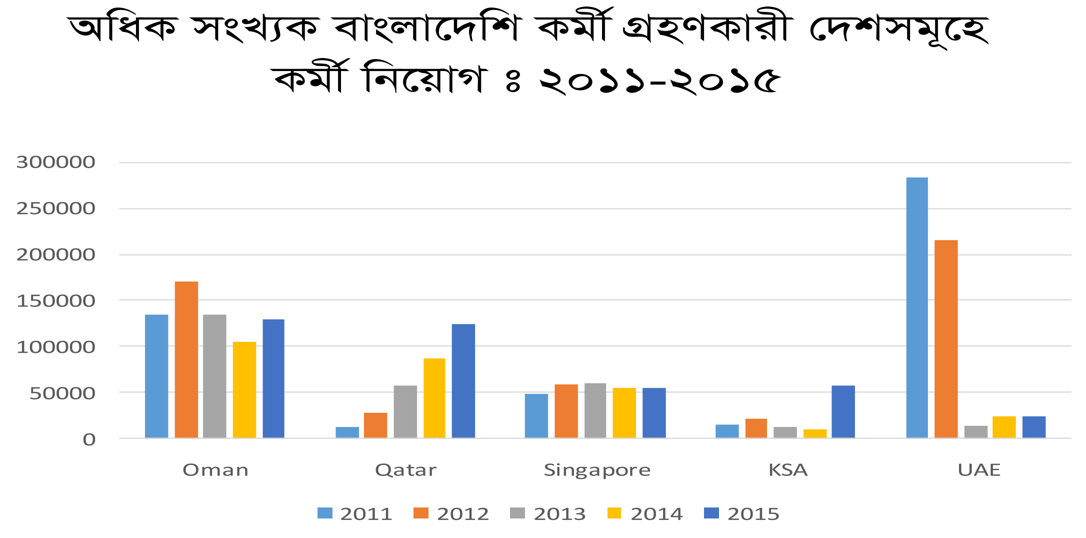

৩.১.২ নারী অভিবাসন

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পুরুষ কর্মীর পাশাপাশি নারী কর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করছেন। বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রবাসে বিশেষভাবে কর্মরত নারী কর্মীদের অভিবাসন নিরাপদ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশগামী মহিলা কর্মীদের বিদেশ যাওয়ার পূর্বে ৩০ দিনের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণে গন্তব্য দেশের রীতি-নীতি-ভাষা, কাজের ধরণ, পরিবেশ, নিরাপত্তা, প্রয়োজন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত দূতাবাসের সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮৯২৪৫ জন নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৬৫৪১৯ জন নারী কর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করেছেন। অর্থাৎ ২০১৩-১৪ সালের তুলনায় ২০১৪-১৫ সালে ৩৬% বেশী নারীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। নারী কর্মীদের গন্তব্য দেশ হচ্ছে মূলত উপসাগরীয় এবং অন্য আরব দেশসমূহ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২০১৫ সালে সবেচেয় বেশী নারী কর্মী গিয়েছে। নারী কর্মী অভিবাসনের ৩০% কর্মী সংযুক্ত আরব আমিরাতে গমন করেছে। সমগ্র নারী অভিবাসনের মধ্যে জর্ডানে ২৩%, ওমানে ১৭%, লেবাননে ১৪.৫২% এবং কাতারে ৯.৩৬% গমন করেছে।

২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ সালে উল্লেখযোগ্য দেশসমূহে নারী কর্মী নিয়োগের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

সাল	সৌদি আরব	ইউএই	কাতার	ওমান	লেবানন	জর্ডান	অন্যান্য	মোট
২০১৩-১৪	০৯	১৯৩৯৬	৪৮৫৬	৮৪২৭	১০৩২২	২০০০৮	২৪০১	৬৫৪১৯
২০১৪-১৫	৭৪২	২৭৪৯৮	৮৩৫৮	১৫৬০৬	১২৯৬১	২১২৪৬	২৮৩৪	৮৯২৪৫

নারী অভিবাসন প্রতি বছরই ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন সালে বিদেশে নারী কর্মী নিয়োগের সংখ্যা নিম্নরূপ

বিদেশে নারী কর্মী নিয়োগ ঃ ২০১১-২০১৫

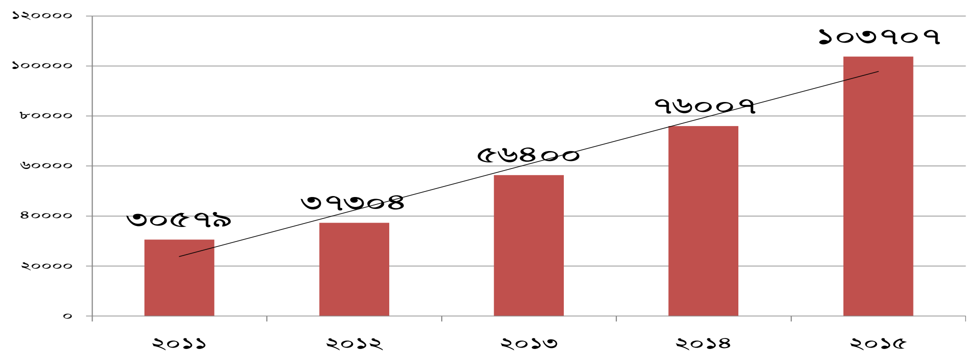

৩.১.৩ রেমিটেন্স আহরণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৫.৩১ বিলিয়ন ইউএস ডলার রেমিটেন্স দেশে এসেছে। ২০১৪-১৫ সালে রেমিটেন্স আহরনের প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫৯% বেশী। সৌদি আরব হতে ৩.৩৫ বিলিয়ন, সংযুক্ত আরব-আমিরাত হতে ২.৮২ বিলিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র হতে ২.৩৮ বিলিয়ন, মালয়েশিয়া হতে ১.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। গত অর্থবছরের মত এবারও সৌদি আরব হতে ২২% রেমিটেন্স এসেছে, যা সর্বোচ্চ। এরপর সংযুক্ত আরব আমিরাত হতে ১৮%, এবং যুক্তরাষ্ট্র হতে ১৬% রেমিটেন্স এসেছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রবাসী কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণ সহজীকরণ এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রয়োগের কারণে রেমিটেন্সের প্রবাহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.১.৪ কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও অন্যান্য কার্যক্রম

কর্মী নিয়োগকারী দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশে কর্মী প্রেরণ ও কর্মীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করা হয়। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সৌদি আরবে ডোমেস্টিক সার্ভিস ওয়ার্কার নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। এ উপলক্ষে সৌদি আরবের প্রতিনিধিগণ একাধিকবার বাংলাদেশ সফর করে এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগ বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের অধীনে গঠিত জয়েন্ট কমিটির ৬ষ্ঠ ও ৭ম সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের নিমিত্ত থাইল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফর করা হয়। থাইল্যান্ডে কর্মী প্রেরণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে।

৩.১.৫ অভিবাসন সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন

- অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ ও কল্যাণের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০০৬ সালে প্রণীত "বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি" কে যুগোপযোগী করে "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি" প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' এর আলোকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত ইতোপূর্বে প্রণয়নকৃত বিধিসমূহ পর্যালোচনা করে সংশোধিত আকারে ৪টি বিধি যথাক্রমে শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, অভিবাসী

কর্মী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা এবং অভিবাসী কর্মী নিবন্ধন বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে।

- ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990 অনুসমর্থন করে এবং এ কনভেনশনের উপর গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রাথমিক প্রতিবেদন ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট Committee on Migrant Workers এর নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.২ আঞ্চলিক পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া (Regional Consultative Process) ঃ

৩.২.১ কলম্বো প্রসেস ঃ

কলম্বো প্রসেস এশিয়ার ১১টি অভিবাসী কর্মী প্রেরণকারী দেশের অভিবাসন ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আঞ্চলিক পরামর্শক পদ্ধতি (Regional Consultative Process) । বাংলাদেশ কলম্বো প্রসেস-এর একটি সক্রিয় সদস্য দেশ। ২০০৯-২০১১ সালে বাংলাদেশ কলম্বো প্রসেসের চেয়ারম্যান হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। বাংলাদেশের চেয়ারম্যানশীপ কালীন সময়ে ২০১১ সালে ঢাকায় কলম্বো প্রসেস এর 4th Ministerial Conference আয়োজন করে। প্রতি বছর কলম্বো প্রসেসের Senior Officials Meeting (SOM)-এ অভিবাসী কর্মী প্রেরণকারী সদস্যদেশসমূহের অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় উত্তম চর্চা (Best Practices) নিয়ে আলোচনা হয় এবং অভিবাসী কর্মীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে সুপারিশ প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। ২০১৫ সালে ৪-৬ নভেম্বর কলম্বো প্রসেস-এর ৩য় SOM শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় অভিবাসী কর্মীদেও দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বীকৃতির প্রক্রিয়া নির্ধারণ, নৈতিকতা অনুসরণপূর্বক কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রতিপালন, কার্যকরী প্রাক-বর্হিগমণ ওরিয়েনটেশন ও ক্ষমতায়ন এবং রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যয়হ্রাসকরণ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

৩.২.২ আবুধাবী ডায়ালগ ঃ

গন্তব্য দেশে অভিবাসী কর্মীর সুরক্ষা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য আবুধাবী ডায়ালগ একটি উল্লেখযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করে আসছে। কর্মী প্রেরণকারী ১১টি দেশ (যথা: আফগানিস্থান, বাংলাদেশ, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম) এবং কর্মীগ্রহণকারী ৯টি দেশ (যথা: বাহরাইন, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ওমান, কাতার, সৌদিআরব, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইয়েমেন) এর সমন্বয়ে ২০০৮ সালে এ ফোরামটি গঠিত হয়। চুক্তিভিত্তিক অভিবাসী কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে কর্মী গ্রহণকারী ও কর্মী প্রেরণকারী দেশের সহযোগিতায় উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে এ প্ল্যাটফর্মটি কাজ করে আসছে। ২০১৪ তে ADD-এর Senior Officials Meeting (SOM)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৩.২.৩ বুদাপেস্ট প্রসেস ঃ

বুদাপেস্ট প্রসেস বিভিন্ন নীতিগত ও বেস্ট প্র্যাকটিসসমূহের উন্মুক্ত আলোচনা ও তথ্য বিনিময়ের অভিবাসন সংক্রান্ত একটি আঞ্চলিক পরামর্শমূলক ফোরাম। প্রায় দু'দশক ধরে ৫০টি দেশ ও ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে এ ফোরাম কাজ করছে। বুদাপেস্ট প্রসেস মূলতঃ Migration and Development এর উপর কাজ করে থাকে। বুদাপেস্ট প্রসেস মুলতঃ ইউরোপ ও এর পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহের কর্মক্ষেত্র হলেও সিল্ক রুট রিজিয়নের দেশ হিসেবে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, ইরান ও ইরাক ২০১০ সাল হতে এ প্রসেসের সাথে যুক্ত রয়েছে। সিল্ক রুট অঞ্চলের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০১০ সাল হতে বুদাপেস্ট প্রসেসের বিভিন্ন সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে আসছে। বুদাপেস্ট প্রসেস এর ২০১৫ সালের ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিং ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৩ তম সিনিয়র অফিসিয়াল মিটিং ১৬-১৭ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে হাঙ্গেরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ মন্ত্রণালয়ের ০২ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল, ইউরোপিয়ান কমিশন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আইসিএমপিডি, আইওএম, ইউএনএইচসিআরসহ বিশ্বের ৩৮টি দেশ/সংস্থা এ সিনিয়র অফিসিয়াল মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেন।

৩.২.৪ গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (GFMD) এর মন্ত্রী পর্যায়ে সামিট:

২০০৬ সালেজাতিসংঘকর্তৃকপ্রথম 'UN-High Level Dialogue (HLD) on International Migration and Development' আয়োজনেরপ্রেক্ষিতে 'Global Forum on Migration and Development (GFMD)' সৃষ্টিহয়।বৈশ্বিকপর্যায়েঅভিবাসনেরগুরুত্বও সফলতাঅনুধাবনেরক্ষেত্রেও অভিবাসন এবং উন্নয়নেরসম্পর্কআরোজোড়দারকরতে GFMD-এর কার্যকরভূমিকাবিশ্বব্যাপীস্বীকৃত।এ যাবত বেলজিয়াম(২০০৭), ফিলিপাইন(২০০৮), গ্রীস (২০০৯), মেক্সিকো(২০১০), সুইজারল্যান্ড(২০১১), মরিশাস(২০১২), সুইডেন(২০১৪) এবং তুরস্ক (২০১৫) GFMD বার্ষিকঅধিবেশনআয়োজনকরেছে। প্রবাসীকল্যাণও বৈদেশিককর্মসংস্থানমন্ত্রণালয়েরমাননীয়মন্ত্রীরনের্তৃত্বেপ্রবাসীকল্যাণও বৈদেশিককর্মসংস্থানমন্ত্রণালয়এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়েরকর্মকর্তাদেরপ্রতিনিধিদল নিয়মিতভাবে GFMD-এর বার্ষিকঅধিবেশনেযোগদানকরে আসছে। GFMD-এর বার্ষিকঅধিবেশনে অভিবাসনসংক্রান্তবিষয়েবাংলাদেশেরবলিষ্ঠভূমিকাসর্বদাইপ্রশংসারদাবীদার।সে পরিপ্রেক্ষিতে GFMD-এর ২০১৬ আয়োজকহিসেবেবাংলাদেশনির্বাচিতহয়েছে।

গত ৩ সেপ্টেম্বর২০১৪ তারিখেমাননীয়প্রধানমন্ত্রী২০১৬ সালে GFMD-এর নবম শীর্ষসম্মেলনআয়োজনেরব্যাপারেসদয়সম্মতি জ্ঞাপনকরেছেন। ২০১৫ সালের ১৬ অক্টোবরতুরস্কেরইস্তাম্বুলেGFMD-এর ৮ম সম্মেলনশেষেবাংলাদেশেরনিকটতুরস্ক GFMD-এর পরবর্তীচেয়ারম্যানশীপহস্তান্তর করে। GFMD-তে বাংলাদেশেরসভাপতিত্ব/নেতৃত্বঅভিবাসনও উন্নয়নেরক্ষেত্রে, বিশেষত২০৩০ সাল মেয়াদীযে বৈশ্বিকটেকসই উন্নয়নকাঠামো গৃহীতহয়েছে, সে প্রেক্ষাপটেঅত্যন্তগুরুত্বপূর্ণহবে। নবম GFMD-এর সম্মেলনরাষ্ট্র ও উচ্চ পর্যায়েরঅংশগ্রহণইশুধু নয় , বরং বিশ্ব অভিবাসন কাঠামোতেনৈর্ব্যক্তিকধারণাগুলোকেএগিয়েনিতেওঅবদানরাখবে। GFMD-এর নবম সম্মলেনটিডিসেম্বর ২০১৬-তে ঢাকারবঙ্গবন্ধু সম্মেলনকেন্দ্রে

(BICC) অনুষ্ঠিতহবে।সম্মলনেবিভিন্নদেশেরমন্ত্রীপর্যায়েরপ্রতিনিধি , উচ্চপর্যায়েরসরকারিপ্রতিনিধি, সুশীলসমাজসহবিশ্বঅভিবাসনসংশ্লিষ্ট একশ'র অধিকদেশেরকয়েকশতপ্রতিনিধিবিশেষজ্ঞঅংশগ্রহনকরবেবলেআশাকরাযাচ্ছে।

৩.৪ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা :

অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ও বিদেশগামী কর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অভিবাসী কর্মীদের চাকুরীর নিশ্চয়তা, থাকা-খাওয়াসহ আবাসিক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও বিমান ভাড়া নিশ্চিত করণার্থে ডিমান্ড লেটার, পাওয়ার অব এ্যাটর্নি ইত্যাদি যাচাইপূর্বক বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে বিদেশগামী কর্মীদের বহুমুখী সেবা একই স্থান হতে প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকায় "প্রবাসী কল্যাণ ভবন" নির্মান করা হয়েছে। এ ভবনে প্রবাসী কর্মী ও সংশ্লিষ্টদের সেবা প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশে ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া বিদেশগামী কর্মীদের রেজিষ্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট ও স্মার্ট কার্ড প্রদানের কার্যক্রমও এ ভবন থেকে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া, দেশে প্রবাসী কর্মীর পরিবার স্থানীয়ভাবে কোনো সমস্যায় পড়লে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে কর্মীর পরিবারকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।

বর্তমান সরকার নিরাপদ ও মর্যাদাসম্পন্ন শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ সরকারের আমলে শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। বর্তমান সরকার অবৈধ অভিবাসন রোধ এবং মর্যাদাসম্পন্ন নিরাপদ শ্রম অভিবাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে :

ক) 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' প্রয়োগের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন প্রক্রিয়ায় হয়রানি, মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা ও তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন, দালালদের অবৈধ তৎপরতা রোধ এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, অভিবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

খ) বর্তমানে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০০৬' কে সময়োপযোগী করে তোলার জন্য নীতিটি সংশোধনপূর্বক 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬' প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সংশোধিত নীতিতে নিরাপদ অভিবাসনের লক্ষ্যে বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, মর্যাদা সহকারে নারী অভিবাসন ও সুরক্ষা এবং অভিবাসী কর্মীদের পরিবারের সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে শ্রম অভিবাসনে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের নিয়ম বহির্ভূত আচরণ ও অবৈধ কর্মকান্ড প্রতিরোধের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি 'ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্স' গঠিত হয়েছে। টাস্ক ফোর্স নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে তদারকির কাজ করে আসছে।

ঘ) মহিলা কর্মীদের সুরক্ষার জন্য মহিলাকর্মী প্রেরণকারী রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের নিকট হতে ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) টাকা জামানত গ্রহণসহ মেগা কোম্পানী/মুসানেদ পদ্ধতিতে নিয়োগানুমতি ও কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

ঙ) বিদেশ গমনের পূর্বে কর্মস্থলের কর্মপরিবেশ, সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন, ভাষা, সংস্কৃতি, করণীয়/বর্জনীয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নিয়োগকর্তার সঙ্গে চাকুরী সংক্রান্ত চুক্তির উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত করতে বিএমইটি এবং ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ব্রিফিং এর ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া, বিদেশ গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ কোনরূপ প্রতারণার শিকার হলে মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি কর্তৃক এ বিষয়ে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে আইনী প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ফলে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৩.৪.১ রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স নবায়ন ও বাতিল :

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ব্যুরো কর্তৃক নবায়নকৃত রিক্রুটিং লাইসেন্স এর সংখ্যা ৫৬৮ টি। প্রতিবেদনাধীন সময়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে অভিবাসী কর্মীদের নিকট থেকে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত মোট ৮২ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে এবং প্রতারণার অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের নিকট থেকে সর্বমোট ৫০,৩৯,৪০০ টাকা আদায় করে অভিযোগকারীদের প্রদান করা হয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২০১৪-২০১৫ সালে ৬টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে এবং ২৮ টি রিক্রুটিং লাইসেন্স এর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৫৬৮টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স কার্যকর আছে।

৩.৫ প্রদেয় সেবাসমূহ :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে জনগণের জন্য প্রদেয় সাধারণ সেবাসমূহ নিম্নরূপ:

ক্র: নং	প্রদেয় সেবার নাম
১.	কর্মী বাছাই/ নিয়োগের অনুমোদন প্রদান
২.	লাইসেন্স নবায়নের অনুমোদন প্রদান
৩.	নতুন লাইসেন্সের অনুমোদন প্রদান
৪.	রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়াদি
৫.	প্রবাসীদের সমস্যা ও অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়াদি

৩.৬. রিক্রুটিং লাইসেন্সের আবেদনের ক্ষেত্রে করণীয়:

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর ধারা-৯ (২) মোতাবেক রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম করতে আগ্রহী ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ লাইসেন্সের জন্য সরকারের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে এবং ফিসহ আবেদন করতে হইবে, যথা:-

(ক) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি;
(খ) ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সহ আয়কর প্রদানের সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি;
(গ) আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপক্ষে ব্যাংক হিসাব বিবরণী;
(ঘ) পুলিশ প্রত্যয়নপত্র;
(ঙ) কোম্পানী হলে, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশনের সত্যায়িত অনুলিপি;
(চ) কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের অধিক অর্থ গ্রহণ করবে না মর্মে হলফনামা; এবং
(ছ) কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রলোভন বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা হবে না মর্মে অঙ্গিকারনামা।

৩.৭ কর্মী বাছাই/নিয়োগানুমতির ক্ষেত্রে করণীয়:

বিদেশে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে কর্মী বাছাই/নিয়োগানুমতির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি জমা দিতে হবে:

- রিক্রুটিং এজেন্সির অফিসিয়াল প্যাডে আবেদন;
- বিদেশি কোম্পানীর কর্মী চাহিদা পত্র;
- বিদেশি কোম্পানীর ক্ষমতাপত্র;
- চুক্তিপত্র;
- খরচের বিবরণী;
- কর্মীর তালিকা;
- অঙ্গীকারনামা।

৩.৮ চাহিদাপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত

সত্যায়িত চাহিদাপত্রের কর্মীর সংখ্যা ১০০ জনের কম হলে বিএমইটি কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন দেয়া হয় । কর্মীর সংখ্যা ১০০ জনের বেশী হলে মন্ত্রণালয় প্রক্রিয়া ও অনুমোদন করে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে মহিলা কর্মীদের বাছাই ও অনুমোদন এবং Non-Traditional দেশে কর্মী গমনের জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ মন্ত্রণালয় থেকে হয়ে থাকে।

৩.৯ অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তি

১. কোন প্রবাসী কর্মী দেশে বা বিদেশে সমস্যায় পড়লে তিনি প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি/কাগজপত্র সহকারে সমস্যা তুলে ধরে সংশ্লিট দেশের দূতাবাস/হাইকমিশন বা বিএমইটি/মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পারবেন;
২. বিদেশে গমনেচ্ছু কোন কর্মী হয়রানি বা প্রতারিত হলে বিস্তারিত জানিয়ে আবেদন করতে পারেন;
৩. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থা সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয় সম্পর্কে অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে তা জানানো যেতে পারে;
৪. প্রবাসী কর্মীগণ প্রবাসে থেকে On Line এ অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

৩.১০ অভিবাসন প্রক্রিয়া ডিজিটাইজেশন ঃ

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন এবং তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার সুরক্ষায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। শ্রম বাজার সংরক্ষণ ও বাজার সম্প্রসারণ করে বাংলাদেশ হতে কর্মী প্রেরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণিত ডিজিটাইজড ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্তন করা হয়েছে :

- বিদেশগামী কর্মীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের সময় কর্মীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়া হয়।
- কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের সাথে একটি মেশিন রিডেবল স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়। স্মার্ট কার্ডের চিপে কর্মীর বিস্তারিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- জনশক্তি , কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর ডাটাবেইজ ট্রেডভিত্তিক কর্মীদের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। বিএমইটি'র ডাটাবেইজ হতে কর্মী বাছাই করা হয়।
- বিএমইটি'র ওয়েবসাইটে সকল রিক্রুটিং এজেন্সির নাম ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

- দেশভিত্তিক কর্মী প্রেরণের বিস্তারিত তথ্য বিএমইটি'র ওয়েবসাইটে নিয়মিত সন্নিবেশ করা হয়।
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীগণ নিজেরাই নিজেদের ভিসা অনলাইনে যাচাই করে যেন নিশ্চিত হতে পারে সে লক্ষ্যে বিএমইটি'র ওয়েবসাইটে অনলাইন ভিসা চেকিং পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিসা চেকিং এর সময় এ সেবা গ্রহণকারীগণ সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক তথ্যাদিও পাবেন।
- মৃত প্রবাসী বাংলাদেশীর কর্মীর মরদেহ বাংলাদেশের বিমানবন্দরে পৌঁছার পর ডাটাসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের Digital file opening software এ ইনপুট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে মৃতের পরিবারের সদস্যদের অনুকূলে আর্থিক অনুদান প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজতর হয়।
- বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এর মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের সকল তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিতকরণের জন্য এসএমএস গেটওয়ে স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক তথ্য সেবা প্রদানের জন্য এটুআই কর্মসূচির সহায়তায় অত্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড কর্তৃক কল সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় নির্বাহ এবং ফেরত আসা কর্মীদের পুনর্বাসন ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদত্ত ঋণ সুবিধা প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত ও সহজ করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক অভিবাসন ঋণ অটোমেশনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.১১ ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের কার্যক্রমঃ

ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) অভিযান পরিচালনা: বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে আরো গতিশীল ও দক্ষ করে তোলা, রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের কর্মকাণ্ডে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ভিসা নিয়ে অনৈতিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করা এবং বিদেশগামী কর্মীদের অবৈধ এবং অনিয়মিত অভিবাসন রোধকল্পে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট)-এর নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যথা: ইমিগ্রেশন পুলিশ, এস.বি, বিজিবি, আনসার ভিডিপি, এনএসআই ও র‍্যাবের সদস্যদের সমন্বয়ে ১৯ সদস্যের একটি স্থায়ী ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্স গত ২৭/০৩/২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গঠন করা হয়েছে। ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স-এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গতিশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশকৃত প্রস্তাবনাসমূহের বাস্তবায়ন মনিটর করা, সঠিক ও নিরাপদভাবে অভিবাসী কর্মী প্রেরণের বিষয়ে নিয়ম-নীতি ভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, অভিবাসী কর্মী প্রেরণের সঙ্গে জড়িত অবৈধ লাইসেন্সবিহীন এজেন্সির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কর্মী অভিবাসনের নামে যাতে কর্মী পাচার না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী গমন রোধকল্পে বৈধ অভিবাসনের জন্য নির্ধারিত বহির্গমন রুটসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে থাকে। টাস্কফোর্স রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ, অবৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ, অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিয়োজিত প্যাথলজিক্যাল ল্যাব/ক্লিনিকসমূহ পরিদর্শন করে থাকে। এ অভিযান পরিচালনার মূল লক্ষ্যে হচ্ছে, কোন কর্মী যেন প্রতারণার শিকার হয়ে অবৈধভাবে কিংবা অধিক খরচে বিদেশ গমন না করে।। অভিযানে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমনকারী কর্মীরা যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিদেশে যাচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন লাইনে অপেক্ষমান যাত্রীদের মধ্য হতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে যাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ও কাগজপত্র (পাসপোর্ট, নিয়োগকারী দেশের এমপ্লয়মেন্ট ভিসা, বিএমইটির বহির্গমন ছাড়পত্র ইত্যাদি) পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকলে অবৈধ অভিবাসনকারীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর ৮(২) ধারার বিধান মতে কাগজপত্রাদি জব্দ করা হয় এবং যাত্রাবিরতি করা হয়। বিএমইটির রেজিস্ট্রেশন ও ছাড়পত্র (স্মার্টকার্ড) নিয়ে নিয়মানুসারে বৈধ প্রক্রিয়ায় বিদেশে গমনের জন্য পরামর্শ/নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণও কর্ম উপলক্ষে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের কাছে বিমিইটি কর্তৃক প্রদত্ত ইলেকট্রনিক বহির্গমন ছাড়পত্র বা স্মার্টকার্ড রয়েছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করেন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিচালিত অভিযানে অবৈধভাবে বিদেশগামী ৯৩৪ জন যাত্রীর যাত্রাবিরতি করা হয়। ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স ২০১৪-১৫ সনে ০৮ টি এবং ২০১৫ সনে ১২টি অভিযান পরিচালনা করে।

৩.১১.১ ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের অভিযানকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পরিলক্ষিত হয়:

- তিন প্রকার ভিসায় (স্টুডেন্ট/ ট্যুরিষ্ট/ এমপ্লয়মেন্ট পাস) কর্মের উদ্দেশ্যে হযরত শাহজালাল (রহ:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে প্রতিদিন বিভিন্ন বিমানযোগে অসংখ্য তরুণ মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্স, এয়ার এরাবিয়া এয়ারওয়েজ, বাংলাদেশ বিমান, মালিন্দ এয়ারলাইন্স এবং সিংগাপুর এয়ারলাইন্স ইত্যাদি বিমানযোগে মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়া উদ্দেশ্যে বহির্গমন করছে। ভিজিট এবং স্টুডেন্ট ভিসায় বহির্গমনেচ্ছু এ সকল তরুণদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে জানা যায় তারা কাজের জন্য বর্ণিত দেশসমূহে বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় যেতে বিভিন্ন দেশকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছে। কেউ কেউ পাসপোর্ট অবৈধভাবে ব্যবহার করে কৌশলে স্টুডেন্ট ভিসা সংগ্রহ করে অবৈধ পন্থায় বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমন করে। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াই মালয়েশিয়ায় স্টুডেন্ট ভিসা প্রদানে একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে ।
- বর্তমানে বাংলাদেশে মালদ্বীপের হাই কমিশন নেই এবং মালদ্বীপে On Arrival ভিজিটিং ভিসা ইস্যু করা হয়। এ কারণেই যাত্রাবিরতিকৃত তরুণদের কাছে প্রাপ্ত মালদ্বীপের ভিজিট ভিসাগুলো নকল বলে প্রাথমিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয়।
- বেশ কিছু কর্মীকে বিএমইটির ক্লিয়ারেন্স ও স্মার্টকার্ড ছাড়াই শুধু "এমপ্লয়মেন্ট পাস" ভিসা গ্রহণ করে মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে গমনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

- স্টুডেন্ট ভিসায় অধিকাংশই নিরক্ষর/স্বল্প শিক্ষিত, যাদের কোন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের কোন যোগ্যতা বা বিদেশে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফারলেটার বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকা সত্ত্বেও ইমিগ্রেশন অতিক্রম করে বিদেশ গমন করছে।
- ভিজিট ভিসায় যারা বিদেশে যাচ্ছে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা এবং ভ্রমনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান যাচাই করে অনেককেই ট্যুরিষ্ট বলে মনে হয় না। অথচ তারা কর্মী হয়েও ভিজিট ভিসায় ইমিগ্রেশন অতিক্রম করে বিদেশে গিয়ে অবস্থান করে নানা প্রকার অবৈধ কর্মে নিয়োজিত হচ্ছে।
- স্টুডেন্ট/ ট্যুরিষ্ট ভিসায় যারা যাচ্ছে তাদের লাগেজ পরীক্ষা করে পৃথক এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাম্প ভিসা পাওয়া যাচ্ছে। এ সকল কর্মী নেপাল, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়াকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে উক্ত ভিসা ব্যবহার করে মালয়েশিয়া গমন করছে।
- অবৈধভাবে কর্মীদের বিদেশ গমনরোধে "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩" সম্পর্কে ইমিগ্রেশন পুলিশের অনেকেই অবহিত নয় এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে।
- একইসাথে অবৈধভাবে কর্মী গমনরোধে বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন পুলিশের উদাসীনতাও পরিলক্ষিত হয়। ভিজিট ভিসা/স্টুডেন্ট ভিসায় গমনকারী এ সকল তরুণদেরকে ইমিগ্রেশনে যথাযথভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না। যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে ক্লিয়ারেন্স দেয়ার বিষয়ে ইমিগ্রেশন পুলিশের যথেষ্ট সচেতনতা/সহযোগিতার অভাব রয়েছে বলে প্রতীয়মান।

৩.১১.২ মোবাইল কোর্টপরিচালনা:
বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী আইন, ২০১৩-এর ৩২ ও ৩৫ ধারায় বর্ণিত অবৈধ অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে আমলে নিয়ে শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত ধারাসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলভুক্ত করা হয়েছে।

৩.১১.৩ অবৈধভাবে বিদেশ গমনে সহায়তাকারী দালালদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ: অবৈধভাবে বিদেশ গমনকারী কর্মীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য/অভিযোগের ভিত্তিতে অবৈধভাবে অভিবাসনে সহায়তাকারী মধ্যস্বত্তভোগী/দালালদের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক ৩৮ ধারার বিধানমতে প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য বিভিন্ন সময় বিএমএইটি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অবৈধভাবে বিদেশ গমনে সহায়তার জন্য ৮৮ জন দালালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএমইটিকে অনুরোধ করা হয়েছে। । বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে চাকুরির নিশ্চয়তা/ পার্টটাইম কাজ/ ওর্য়াক পারমিট-এর প্রলোভন দেখিয়ে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে যে সকল বিজ্ঞপ্তি নজরে আসে সে সকল বিজ্ঞাপন বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অভিবাসী আইন ২০১৩ লঙ্ঘন করে অবৈধ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রতারণা রোধকল্পে ইতোমধ্যে বেশ কয়েটি রিক্রুটিং এজেন্সি/ ভিসা কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ ও মামলা দায়ের করা হয়েছে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩-এর আওতায় অবৈধ অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সারাদেশে RAB সহ সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্যও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

৩.১১.৪ সিঙ্গাপুরে দক্ষ কর্মী প্রেরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টার (OTC)-এর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ: সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুরের শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন Building Construction Authority (BCA) কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত OTC বাংলাদেশে তাদের স্থানীয় এজেন্টদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ০৮টি OTC কে বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এ OTC থেকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও BCA কর্তৃক Test কার্যক্রমে উত্তীর্ণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী কর্মী সিঙ্গাপুরে নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। OTC সমূহের প্রশিক্ষণ ও টেস্ট কার্যক্রম মনিটরিং, সিঙ্গাপুরে দক্ষ কর্মী প্রেরণে অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও যৌক্তিক অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণের লক্ষ্যে –গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। OTC পরিচালনাকারী বাংলাদেশি NOC হোল্ডার/পার্টনারগণকে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত অভিবাসন ব্যয়ে ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Sending Organisation হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৩.১১.৫ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম: মন্ত্রণালয় বৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়া এবং অবৈধ অভিবাসন ও মানব পাচারের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে নিম্নলিখিত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে:

- অবৈধ অভিবাসন রোধকল্পে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের জন্য জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক ০২টি নাটিকা/ ডকুমেন্টারির সিডি/ ডিভিডি প্রণয়ন করা হয়েছে । এ সকল নাটিকা/ ডকুমেন্টারি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে। প্রতিটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ সকল পৌরসভা/মহল্লায় প্রজেক্টেরের মাধ্যমে প্রচারের নিমিত্তে নাটিকা/ডকুমেন্টারিসমূহের সিডি প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
- বৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়া এবং অবৈধ অভিবাসন ও মানব পাচারের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন, পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিট মিডিয়ায় বিশেষ সাক্ষাৎকার, ইত্যাদি প্রচার করা হচ্ছে।
- স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটিসমূহকে সক্রিয় করার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

- অভিবাসন ব্যয়, অভিবাসী দেশে নিরাপদে গমন ও অবস্থান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর অভিবাসী দিবসে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি যেমন-সভা/সমাবেশ/র‌্যালীসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়।
- জনগণকে বৈধভাবে অভিবাসনে উৎসাহিত করতে বিশেষত স্বল্পব্যয়ে সৌদি আরবে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণে অবহিত করতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও জনপ্রতিনিধিগণকে সম্পৃক্ত করে সারা দেশে ২৪-৩০ মে ২০১৫ মেয়াদে 'জব ফেয়ার' অনুষ্ঠিত হয়;
- স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব মহোদয় এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে মাঠ পর্যায়ে মোটিভেশনাল সভা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

৩.১২ মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রশিক্ষণ ও দক্ষ জনবল তৈরি :

৩.১২.১ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

জনশক্তিতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে ১৬ কোটি জনসংখ্যার ৬০% কর্মক্ষম (অর্থাৎ ১৮-৫৯ বছরের মধ্যে)। প্রতি বছর প্রায় ২৭ লক্ষ জনবল কর্মবাজারে প্রবেশ করে, যার মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সংখ্যা মাত্র এক তৃতীয়াংশ, অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ হলো- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম ছেড়ে আসা জনবল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যাঃ ২৮-৩০ লক্ষ; এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ ১৪-১৫ লক্ষ; এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ ১২-১২.৫ লক্ষ এবং এইচএসসি উত্তীর্ণ সংখ্যা কম/বেশী ১০ লক্ষ; অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম ছেড়ে আসা জনবলের পরিমাণ ১৭-১৮ লক্ষ। এই বিশাল জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন বিভিন্নমূখী প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম। মানবসম্পদ একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি। এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এদেশের সম্ভাবনাময় কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে রূপান্তরের কাজ করে যাচ্ছে। দেশে-বিদেশে শ্রমবাজারে দক্ষ কর্মীর চাহিদা মোকাবেলায় বিএমইটি'র আওতাধীন নৌ-প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষায়িত ০৬ টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী (আইএমটি) এবং ৪৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এর মাধ্যমে ৪৮টি ট্রেডে বর্তমানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। নবনির্মিত আরও ১৭ টি টিটিসি'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহসাই চালু করা হলে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হবে ৭০টি এবং সকল জেলা এ প্রশিক্ষণ সুবিধার আওতায় আসবে। এছাড়া বিএমইটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার যুবকদের উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করছে। এক্ষেত্রে ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে।

বিশ্বায়নের এ যুগে কর্মসংস্থানে অপরাপর প্রতিযোগী দেশসমুহের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা, নিরাপদ অভিবাসন ও শোভন কাজ নিশ্চিতকল্পে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশ গমনেচ্ছু সকল কর্মীর জন্য গন্তব্য দেশের খাদ্যাভাস, আবহাওয়া, কর্মপরিবেশ, বিধিবিধান ও ব্যবহারিক ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে ৩ দিনের প্রি-ডিপারচার ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন ও ওমান গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য এ প্রশিক্ষণ চালু করা হলেও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য দেশে গমনেচ্ছুদের জন্য এ প্রশিক্ষণ চালু করা হবে। এছাড়া পুরুষদের পাশাপাশি বিদেশ গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ২৬টি টিটিসিতে গৃহকর্ম পেশায় বিদেশ গমনেচ্ছু নারীকর্মীদের বাধ্যতামুলকভাবে ৩০ দিনের আবাসিক হাউসকিপিং প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে।

৩.১২.২ ২০১৫ সালের কার্যক্রম ঃ অধিক উপার্জন, কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব, রেমিটেন্স বৃদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনায় বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অদক্ষ কর্মীর চেয়ে দক্ষ কর্মী প্রেরণে গুরুত্ব প্রদান করায় অধিক সংখ্যক দক্ষ কর্মী তৈরী করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার করা হচ্ছে। বিগত ২০১৫ সালে উল্লেখিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের মাধ্যমে ডিপ্লোমা-ইন-মেরিন ও শিপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং, এসএসসি (ভোকেশনাল), সার্টিফিকেট ইন মেরিন ট্রেড ও অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী কোর্সে ৪৮,২০০ জন, হাউজকিপিং কোর্সে ৬১,৮৬৪ জন ও প্রি-ডিপারচার ট্রেনিং কোর্সে ১,৪৭,৮২৮ জনসহ সর্বমোট ২,৫৭,৮৯২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও কাঠামোর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় দক্ষতা নীতিমালা-২০১১ প্রণয়ন করেছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে বিএমইটি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে National Technical and Vocational Qualification Framework (NTVQF) এর আওতায় Competency Based Training (CBT) এবং Recognition of Prior Learning (RPL) চালু করা হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ মান ও সনদ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা আনয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৪০ জন প্রশিক্ষক City and Guilds মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও সনদপ্রাপ্ত হয়েছেন। City and Guilds মাধ্যমে Centre Approval and Qualification approval গ্রহণের পর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নে 'অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল" নামে সরকার একটি বিশেষ তহবিল গঠন করেছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের নিকট হতে কোন অর্থ না নিয়ে উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যয়ে গৃহকর্ম পেশায় বিদেশ গমনেচ্ছু নারীকর্মীদের ৩০ দিনের আবাসিক হাউসকিপিং প্রশিক্ষণ ও ২০ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

দেশে-বিদেশে নিয়োগকারীদের চাহিদা বিবেচনায় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় পরিবর্তনসহ চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দেশী- বিদেশী সংস্থা, এনজিও ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ন অংশ। বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Skills & Training Enhancement Project (STEP), অর্থ মন্ত্রণালয়ের Skills for Employment Investment Project

(SEIP) এবং ILO এর Bangladesh Skills for Employment and Productivity(B-SEP) হতে সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়া KOICAএর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঢাকা ও চট্রগ্রামে দুটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। KOICAএর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রাজশাহীতে আরও একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে একটি টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (টিটিটিআই) স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে যেখানে বিএমইটি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক ছাড়াও অন্যান্যরা আধুনিক ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবে।

রূপকল্প-২০২১ কে সামনে রেখে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সংস্কার, আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহতভাবে চলমান রয়েছে। একইভাবে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গতিধারায় দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির অবদানের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব বিবেচনায় তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকার ৩৩৯ টি উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চট্রগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প গত ২৪/১১/২০১৫ তারিখে 'একনেক' সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ

ক্র/ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	মোট খরচ (জুন ২০১৫ পর্যন্ত)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
বিনিয়োগ প্রকল্প					
১।	মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি মেরিন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত)। বাস্তবায়নকাল: ০১/০৪/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়: ২১৪৫১.৮২ লক্ষ টাকা	(ক) মেরিন টেকনোলজি ইন্সটিটিউট স্থাপন করা। (খ)নৌ-বিদ্যায় বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দান। (গ) প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থান প্রদান করা।	১৭৩২১.১৯ লক্ষ টাকা	৯৫%	ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির নির্মাণ কাজ শেষে ২০১৪ সেশনে ১ম বর্ষ ও ২০১৫ সেশনে ২য় বর্ষ থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুর ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির মূল নির্মাণ কাজ সমাপ্তপূর্বক ২০১৫ সেশনে ১ম বর্ষে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। অবশিষ্ট পূর্ত নির্মাণ কাজ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।
২।	বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) বাস্তবায়নকাল: ০১/০৭/২০১০ হইতে ৩০/০৬/২০১৬ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮২৫৭১.৭৩ লক্ষ টাকা	দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ (কারিগরি ও ভোকেশনাল) প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৭টি জেলায় ২৭টি কারিগরিপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	৬০৫১২.৭৫	৭৩.২৯%	১০টি (গোপালগঞ্জ, শেরপুর, বি-বাড়ীয়া, নড়াইল, ভোলা, ঝালকাঠি, চুয়াডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও রাজবাড়ী) টিটিসিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়া, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট ও পিরোজপুর টিটিসিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়া চলছে। ফেব্রুয়ারী/১৬মাসে আরো ০৩টি (মাগুরা, কিশোরগঞ্জ ও বরগুনা) টিটিসির পূর্ত নির্মাণ শেষ হবে। মার্চ/১৬মাসে মেহেরপুর, মানিকগঞ্জ, সাতক্ষীরা, গাইবান্ধা, মৌলভীবাজার কেন্দ্রের পূর্ত নির্মাণ কাজ শেষে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা যাবে। অবশিষ্ট ৬টি (শরীয়তপুর, মেহেরপুর, নেত্রকোনা, মাদারীপুর, সুনামগঞ্জ নওগাঁ) টিটিসির পূর্ত নির্মাণ কাজ চলমান থাকবে। প্রশিক্ষণ সামগ্রী/যন্ত্রপাতি, অফিস ইকুইপমেন্ট, প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ও আসবাবপত্র ঃ- ১০টি (গোপালগঞ্জ, নড়াইল, বি-বাড়ীয়া, চুয়াডাঙ্গা, শেরপুর, কুড়িগ্রাম, ভোলা, নীলফামারী, ঝালকাঠি ও রাজবাড়ী) কেন্দ্রের ৯৯% প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সামগ্রী/যন্ত্রপাতি, অফিস ইকুইপমেন্ট, প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ও আসবাবপত্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরুর নিমিত্তে ১২টি; কিশোরগঞ্জ, মাগুরা, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, মৌলভীবাজার, মানিকগঞ্জ,

					সাতক্ষীরা, বরগুনা, গাইবান্ধা, পিরোজপুর, মাদারীপুর ও মেহেরপুর কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র স্থাপন করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ৫টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪টি কেন্দ্রের(শরীয়তপুর, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও নওগাঁ) প্রশিক্ষণ সামগ্রী/যন্ত্রপাতি, অফিস ইকুইপমেন্ট, প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ও আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। অপর ১টি(ফেনী) কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলার কারণে মহামান্য হাই কোর্টের আদেশ মোতাবেক নির্মাণ কাজ স্থগিত রয়েছে। জনবলঃ ১০টি(গোপালগঞ্জ, নড়াইল, বি-বাড়ীয়া, চুয়াডাঙ্গা, শেরপুর, কুড়িগ্রাম, ভোলা, নীলফামারী, ঝালকাঠি ও রাজবাড়ী)কেন্দ্রের ৪৩জন করে ৪৩০টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃজিত হয়েছে। সৃজিত পদের মধে ১১০টি পদ আউটসোর্সিং। আউটসোর্সিং ১১০টি পদে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অবশিষ্ট ১৮৬৫টি পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
৩।	বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের প্রশিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি (৭ম পর্যায়)। বাস্তবায়নকাল: ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ প্রাক্কালিত ব্যয়: ৪৮৪৮.০০ লক্ষ টাকা	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বিদ্যমান ৩৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এবং বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (বিআইএমটি) এবং প্রস্তাবিত নতুন ৩০টি টিটিসি ও ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির (আইএমটি) প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর এবং তাদের ঝরে যাওয়া রোধকল্পে নিয়মিত বৃত্তি প্রদান করাই হল প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	৬৪২.১৫ লক্ষ টাকা	১৩.২৫%	গড়ে প্রতি মাসে- (ক) ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২,১২৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে, (খ) ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৪,২৬২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে, এবং (গ) ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৬,০১৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
৪।	"বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৫৪৭.৭৮ লক্ষ টাকা	প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে জাতীয় অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি অর্জনের পাশাপাশি স্বল্প ও অর্ধশিক্ষিত যুব সমাজকে দক্ষ জনগোষ্ঠীতে প্রশিক্ষিত পূর্বক দারিদ্র বিমোচন করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। ১। দেশে ও বিদেশের জাহাজ শিল্প, শীপইয়ার্ড ও শিল্প কারখানার চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ কর্মী তৈরীর লক্ষে কেন্দ্রটিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ আধুনিকায়ন। ২। একাডেমিক ভবনসহ অন্যান্য ভবন নির্মাণ ও সংস্কার। ৩। বিদ্যমান ওয়ার্কসপসমূহের সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রদান। ৪। প্রশিক্ষকদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান ।	৫৮.৮৩ লক্ষ টাকা	১.০৬%	১। প্রকল্পের আওতায় ০১টি মাইক্রোবাস ও অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ২। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ কাচামাল ও বই ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩। প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন। ৪। আসবাবপত্র সরবরাহ পাওয়া গিয়েছে। বাকী আসবাবপত্র মার্চ/২০১৬ মাসে সরবরাহ পাওয়া যাবে। ৫। কিছু পূর্ত সংস্কার ও বৈদ্যুতিক কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং আরো পূর্ত সংস্কার ও বৈদ্যুতিক কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। নতুন ভবন তৈরির নির্ধারিত স্থানে সয়েল টেষ্টের কাজ শুরু হয়েছে।

কারিগরি সহায়তা প্রকল্প:					
৫।	Promoting Decent Work through Improved Migration Policy and its Application in Bangladesh বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১১ - ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৮৭০.০০ লক্ষ টাকা	জাতীয় উন্নয়নে কর্মী অভিবাসনের গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং অভিবাসী কর্মীর সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য অভিবাসন সংক্রান্ত আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ফ্রেমওয়াককে সুসংহত করা। কর্মী অভিবাসনে সেবা প্রদানের মানোন্নয়ন করা। বিশেষ করে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা। অভিবাসী কর্মীদের, বিশেষ করে, নারী কর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রদান করা।	২৪০৭.৪০	৮০%	প্রকল্পটির অধীনে যে সকল কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কাজের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো: বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং আইনটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৫ এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন। বর্তমানে নীতিটি মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান তিনটি রুলস সংশোধন ও পরিমার্জন ও নতুন রুলস প্রণয়ন। বিএমইটি'র কমপ্রিহেনসিভ সিস্টেম রিভিউ প্রতিবেদন প্রণয়ন। বিএমইটি'র বিদ্যমান তথ্য ও উপাত্ত ব্যাবস্থাপনা উন্নীতকরণের লক্ষ্যে এর ডাটাবেজ আপগ্রেট করার জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার সরবরাহ। প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের প্রোফাইলিং প্রস্তুতকরণ। সাতটি বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক ও চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করে সমঝোতা স্মারক ও চুক্তির একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন। বিভিন্ন দেশে চুক্তি ও এমওইউ স্বাক্ষরের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন। বাংলাদেশ এবং ৬টি গন্তব্যদেশের অভিবাসন আইন ও নীতি বিষয়ে ৩৮ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রাক–বহির্গমন ব্রিফিং এর জন্য ম্যানুয়্যাল প্রস্তুত ও প্রকাশনা। ২০১৩ সালে লেবার এট্যাশেদের প্রশিক্ষণ প্রদান। "Promoting Cooperation for Safe Migration and Decent Work" বিষয়ক একটি আন্তঃসরকার রিজিওনাল সেমিনার করা হয়েছে। সেমিনারে ১২টি দেশে এবং সার্ক সেক্রেটারিয়েট অংশগ্রহণ করে। সেমিনারে 'ঢাকা স্টেটমেন্ট' প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। সেমিনারের রিপোর্ট এবং উপস্থাপিত সকল টেকনিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশনা ও বিতরণ করা হয়েছে। রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিদের মধ্যে সুশাসনের লক্ষ্যে কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য Recruitment Agent Classification System প্রণয়ন করা হয়েছে। ৪টি ট্রেড বেইজড (housekeeping, care giving, electrical work, construction) এর প্রশিক্ষণের জন্য ভাষা মডিউল (আরবি, ইংরেজি)

					নারী অভিবাসনে নিয়োজিত ২০টি রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিদের প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT) প্রদান করা হয়েছে। প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ বিষয়ে ৩০ টি ডেমো এবং টিটিসি কর্মকর্তা, ২২ জন ট্রেড ইউনিয়ন প্রশিক্ষক এবং ১৬ জন সিএসও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT) প্রদান করা হয়েছে। সকল টিটিসি হতে ৮৬ জন প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ডের' কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি কমপ্রিহেনসিভ সিস্টেম রিভিউ প্রতিবেদন প্রণয়ন। ঢাকা আহসানিয়া মিশন কর্তৃক ৯৯ জন কম দক্ষ নারীদের অভিবাসন বিষয়ে সচেতনামূলক এবং লাইফ স্কিল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১১৬২ জন প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের রেমিটেন্স এর ব্যবহার এবং ব্যাকিং কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইওএম Communication campaign এবং Awareness campaign এর মাধ্যমে ৫০,০০০ নারী-পুরুষদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৬।	Institutional Support for Migrant Workers' Remittances বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০১২ হতে ১৫ এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮৩.০০ লক্ষ টাকা	Improve awareness and availability of remittance information; Access to opportunities to invest remittance income; Access to support in setting up micro enterprise.	২১.০৬	১২%	বার বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের অগ্রগতি মন্থর। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে।

৩.১৩ দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল

মন্ত্রণালয়ের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল নামে একটি তহবিল রয়েছে। এই দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলটি পৃথক একটি পরিচালনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সীড মানি হিসেবে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে প্রদত্ত ৭০ (সত্তর) কোটি ও ২০১০-১১ অর্থ-বছরে প্রদত্ত ৭০ (সত্তর) কোটিসহ সর্বমোট ১৪০ (একশত চল্লিশ কোটি) টাকা দিয়ে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠিত হয়। অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে বিদেশে শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশে প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। এ তহবিল সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য "অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১০" প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত নীতিমালার অধীনে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নেতৃত্বে বিএমইটি, অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এবং বায়রা'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে ০৮(আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়। এ ছাড়া এ পরিচালনা বোর্ড-কে সার্বিক সহায়তা করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়সহ অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসি, বিআইএমটি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বেসরকারি সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি রয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশে শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ , নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশ প্রত্যাগত শ্রমিকদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বিদেশে গমনেচ্ছু শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এর আওতায় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ দিয়ে বিদেশগামী কর্মীদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে রেমিট্যান্সের পরিমানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষতা ও উন্নয়ন তহবিল থেকে গৃহীত ও বাস্তবায়ধীন স্কীম/কার্যক্রমসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

অর্থবছর ২০১৪-১৫ (লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচী (মেয়াদকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয়	চলতি বছরে বরাদ্দের পরিমাণ	চলতি বছরে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	"Facilitating Training and Dispatch of Female Domestic Workers to Hong Kong" **(০১.০১.২০১৩ হতে ৩০.০৬.২০১৪)**	৯৩৫.৬৫	৩২১.৫১	৩২১.৫১	১১ টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত
২	২০ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ **(০১.০১.২০১২ হতে ৩০.০৬.২০১৬)**	৪৫৭.০০	৪৩৬.৭২	২৬৯.০০	২০টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত
৩	সৌদিআরব গমনেচ্ছু কর্মীদের বাধ্যতামূলক "Orientation Training" **(০১.০৯.২০১২ হতে চলমান)**	১২.০০	২১.৯০	১১.৯০	বিকেটিটিসি ও বিজেটিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত
৪	জেলা প্রশাসক ও বোয়েসেলের মাধ্যমে আগত কর্মীদের হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ কোর্স **(০২.০৫.২০১১ হতে চলমান)**	১৩.৬৫	১৩.৯২	১৯.৬১	বিকেটিটিসি মাধ্যমে পরিচালিত
৫	জর্ডানে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের প্রশিক্ষণ ব্যয় (০৯.০৭.২০১২ থেকে চলমান)	৪০.৬০	২৬.৭৯	২৬.৭৯	১৪ টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত
৬	দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচি (০১.০১.২০১৪ থেকে ৩১.১২.২০১৬)	৪১.৪৫			উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ (প্রকবৈকম)
৭	বৈদেশিক শ্রমবাজার গবেষণা ও উন্নয়ন সেল (০১.০৪.২০১৩ থেকে ৩১.০৩.২০১৬)	৩৪২.৫০	৭১.১০	৭১.১০	উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ (প্রকবৈকম)
৮	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি শীর্ষক কার্যক্রম (০১.০৭.২০১২ থেকে চলমান)	৮৩.০০	৬৭.৯৪	৪২.৯৪	অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল (প্রকবৈকম)
৯	সারাদেশের ৬৪টি জেলায় প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের জন্য কম্পিউটার ক্রয়ের লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রদান (২২.০২.২০১১ থেকে চলমান)	৩২.০০	৩৪.১৭	৩৪.১৭	কিছু জেলার চাহিদার প্রেক্ষিতে ২,১৭,৬০০/- টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ
১০	সংশোধিত নবনির্মিত ০৫টি আইএমটি ও ১০টি টিটিসি অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল এর অর্থে অস্থায়ীভিত্তিতে খন্ডকালীন প্রশিক্ষণ নিয়োগ এবং বেতন ভাতা প্রদান (০১.১০.২০১৪ থেকে ৩১.১২.২০১৬)	৫৮১.০১	২৩৫.০০	২৩৫.০০	০৩টি আইএমটি ও ১০টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত
১১	গৃহকর্ম পেশায় আবুধাবী গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের হাউজকিপিং কোর্সে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম (০১.০১.২০১৫ থেকে ৩১.১২.২০১৫)	৩০৪.৪৯	১০০.০০	১০০.০০	বিকেটিটিসি ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসি
১২	গৃহকর্ম পেশায় সৌদিআরব গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের হাউজকিপিং কোর্সে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত (০১.০৫.২০১৫ হতে৩১.০৭.২০১৫)	৭৭৮.১০	৪৫০.০০	৪৫০.০০	২৬টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে
১৩	"City and Guilds" মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রমে অর্থায়ন ToT প্রদানের কার্যক্রমে অর্থায়ন	২৭০.০০	-	-	MoU স্বাক্ষরের পর বরাদ্দ প্রদান করা হবে।
১৪	রংপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এ গার্মেন্টস ট্রেড চালুকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও খন্ডকালীন অস্থায়ী প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং বেতন ভাতা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম (০১.০৭.২০১৫ হতে ৩০.০৬.২০২০)	১৬৫.৪৫	১০০.০০	১০০.০০	বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত রংপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ দেন্দ্র (টিটিসি)
১৫	কুড়িগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জর্ডানগামী ৪০ জন গার্মেন্টস মহিলা কর্মীর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত (২১.০১.২০১৬ হতে ০২ মাস)	৪.৯৪	৪.৯৪	৪.৯৪	কুড়িগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) কর্তৃক পরিচালিত

৩.১৪ প্রবাসী কল্যাণ কার্যক্রম:

৩.১৪.১ প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং

চাকরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন ও নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, ভাষা, শ্রম আইন, আবহাওয়া ও পরিবেশ, ভাষা, অধিকার-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়।

৩.১৪.২ মৃতদেহ দেশে আনয়ন

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে দেশে আনা হয়। মৃতের কোন পরিবার মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের আগ্রহ প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৩.১৪.৩ মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ বিমানবন্দর হতে তার পরিবারের নিকট হস্তান্তরের সময় তাৎক্ষণিকভাবে মৃতের পরিবারকে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য হিসেবে ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার চেক প্রদান করা হয়।

৩.১৪.৪ প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান

বিদেশে বৈধভাবে গমনকারী অথবা বৈধভাবে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রতি পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে **৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ)** টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

৩.১৪.৫ প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স আদায় ও বিতরণ

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা/অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ওয়ারিশদের অনুকূলে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়।

৩.১৪.৬ পঙ্গু ও অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান

প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় যে সব কর্মী গুরুতর অসুস্থ/পঙ্গু হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে সে সকল কর্মীকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে অসুস্থতার গুরুত্ব বিবেচনায় সর্বোচ্চ **১** লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রবাসে অসুস্থ/পঙ্গু হলে দূতাবাসের সহযোগিতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে দেশে ফেরত আনা হয়। এক্ষেত্রে ফেরত কর্মীকে বিমানবন্দর হতে গ্রহণ, এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান এবং সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৩.১৪.৭ শিক্ষাবৃত্তি

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের জন্য ২০১২ সাল থেকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। বর্তমানে পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি ক্যাটাগরিতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৪-১৫ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের বিবরণ

ক্র/নং	বিবরণ	সংখ্যা	প্রদানকৃত অর্থ
১.	মৃত দেহ আনয়ন	৩৪৪৫	
২.	মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ প্রদান	২৬৩৫	৯,২২,২৫,০০০/-
৩.	আর্থিক অনুদান প্রদান	৩১৯৩	৮২,৯৬,৫৯,৩৬৩/-
৪.	অসুস্থ/পঙ্গু অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান	১৬	১৫,৫০,০০০/-
৫.	অসুস্থ কর্মী দেশে আনয়ন	১৮	১,৩৫,০০০/-
৫.	মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান	৫০২	৪৯,২৫,৫৯,৮১৭/-
৬.	শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	৯০৬	১,৩৬,৬৮,৭০০/-

৩.১৫ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপন:

অভিবাসী কর্মীর অবদানকে মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উদযাপন করা হয়। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসটি জাকজমকপূর্ণভাবে বাংলাদেশে উদযাপন করা হয়। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'নিরাপদ অভিবাসন, দিন বদলের লক্ষ্য অর্জন'। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী এ দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে র‍্যালি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জব ফেয়ার, সেমিনার, শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ভিডিও কনফারেন্স ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৫ সালেও বাংলাদেশে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ১৮ ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপন করা হয়। ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'বিশ্বময় অভিবাসন, সমৃদ্ধ দেশ, উৎসবের জীবন'। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

সরকারের মাননীয় স্থানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশারফ হোসেন, এম.পি এ দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে র‌্যালি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জব ফেয়ার, সেমিনার, শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ভিডিও কনফারেন্স ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

৩.১৬ সিআইপি নির্বাচন:

ক্যাটাগরি/সাল	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
সিআইপি (এনআরবি) বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী	০৯	১০	১০	১০
সিআইপি (এনআরবি) বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারক	০১	০০	০১	০০
সিআইপি (এনআরবি) শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ	০০	০০	০০	০০

৩.১৭ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে কর্মীদের ঋণ প্রদান:

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রবাসীদের কল্যাণার্থে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ২০১৪-১৫ সালে ৬৪ জেলায় ৪২২১ জন বিদেশগামী কর্মীকে ৯% মুনাফায় অভিবাসন ঋণ প্রদান করে বিদেশ গমনে সহায়তা করেছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত এ ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১১৭.৩৪ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাংক জামানতবিহীন ৯% মুনাফায় মাত্র ৩ দিনের মধ্যে ঋণ প্রদান করে। তাছাড়া ২০১৪-১৫ সালে বিদেশ ফেরত ২৮ জন কর্মীকে ১১% মুনাফায় ০.৪০ কোটি টাকা পূনর্বাসন ঋণ প্রদান করে। এ সকল ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার ৬৮%। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে এ ব্যাংকের পক্ষে অতি দ্রুত ঋণ বিতরণসহ সার্বিক সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

৩.১৮ কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক সেমিনার/সম্মেলন -এ অংশগ্রহণ

- ১৭-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে ভারতে অনুষ্ঠিত Migration and Care সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।
- ২১-২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে নেপালে অনুষ্ঠিত The Regional Labour Migration ওয়ার্কশপে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অংশগ্রহণ করেন।
- ২৮-২৯ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে সিংগাপুরে অনুষ্ঠিত The Regional Consultation on Health & Labour Rights of Women Migration Workers সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (কর্মসংস্থান)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।
- ১৯ নভেম্বর থেকে ০২ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে চীনে অনুষ্ঠিত The Seminar on Professional Program for Young Diplomats সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী প্রধানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।
- ২৫-২৭ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে ইরানে অনুষ্ঠিত The Second regional training on legal migration, labour migration and integration প্রশিক্ষণে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।
- ০৩-০৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান) নেপালে অনুষ্ঠিত The Inter-regional Experts Meeting-এ অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যায়-৪

মন্ত্রণালয়ের আওতায় দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম ও অগ্রগতি

৪.১ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি):

দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্যুরো সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিদেশে কর্মী প্রেরণ শুরু করে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সন থেকে রিক্রুটিং এজেন্সিকে কর্মী প্রেরণের অনুমতি প্রদান করা হয় যার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর উপর ন্যস্ত হয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত সকল ধরণের চাহিদার অনুকূলে ব্যুরো বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এ দপ্তরটি বাংলাদেশি দক্ষ ও অদক্ষ সকল শ্রেণির কর্মীর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা, শ্রম বাজারের তথ্যাবলি সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কার্যক্রম, আধুনিক বিশ্বের চাহিদা অনুয়ায়ী জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিসহ প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ও প্রবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সরকার ২০০১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোকে এ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান জনশক্তি প্রেরণকারী দেশ। বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ ও অভিবাসী কর্মীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করছে। দেশের অর্থনীতিকে করেছে শক্তিশালী। বর্তমানে বৈশ্বিক শ্রমবাজারে অদক্ষ কর্মীর চাহিদা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ছে এবং প্রযুক্তির প্রসারতার কারণে দক্ষ কর্মীর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠিকে কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে রুপান্তর ও বৈদেশিক শ্রমবাজারে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরির লক্ষে নিয়োগকারী দেশের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যুরোর অধীনে ৪৭ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬ টি ইনস্টিটিউট অব মেরিণ টেকনোলজির মাধ্যমে ৪৮ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)'র অধীনস্থ ৪৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসহ মোট ৫৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ সালে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

২০১৪-২০১৫ বছরের নিম্নবর্ণিত ট্রেডের প্রশিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান

	ওরিয়েন্টেশন	হাউজকিপিং	শর্ট কোর্স	এসএসসি (ভোকঃ)	০২ বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স	ডিপ্লোমা	সর্বমোট
টিটিসি	১২৫৭২৭	৬১৮৬৪	৬১৫৪৪	৫১৪১	-	-	২৫৪২৭৬
আইএমটি	-	-	-	-	১১৯৬	৩৭৭	১৫৭৩
মোট	১২৫৭২৭	৬১৮৬৪	৬১৫৪৪	৫১৪১	১১৯৬	৩৭৭	২৫৫৮৪৯

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ব্যুরো কর্তৃক নবায়নকৃত রিক্রুটিং লাইসেন্স এর সংখ্যা ৫৬৮ টি। প্রতিবেদনাধীন সময়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মীদের নিকট থেকে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত মোট ৮২ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে এবং প্রতারিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় রিক্রুটিং এজেন্সিরসমূহের নিকট থেকে সর্বমোট ৫০,৩৯,৪০০/- টাকা আদায় করে অভিযোগকারীদের প্রদান করা হয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২০১৪-১৫ সালে ৬ টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে এবং ২৮ টি রিক্রুটিং লাইসেন্স এর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালে ব্যুরো হতে সর্বমোট ৪,৫৩,৪০৯ জন কর্মী বিদেশে গমনের জন্য ছাড়পত্র গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ৬৫,৪০৯ জন নারী কর্মী। ২০১৪-১৫ সালে প্রাপ্ত সর্বমোট রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৫.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৪.২. বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল):

স্বচ্ছতার সাথে দক্ষ কর্মীকে বিনা খরচে বা স্বল্পতম খরচে বিদেশে প্রেরণ ও সরকারি আনুকূল্যে জনশক্তি প্রেরণের ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সরকারের ৫১% শেয়ার এবং বেসরকারি ৪৯% শেয়ার ধার্য করা হয়। বেসরকারি ৪৯% শেয়ার এখনও বিক্রয় করা হয়নি। অতি দ্রুততার সাথে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক যোগ্য কর্মী প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ভাবমূর্তি সমুন্নত রেখে বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে কর্মীদের গুণগত মানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বিদেশের শ্রম বাজারে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা হিসেবে জনশক্তি প্রেরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা বোয়েসেলের অন্যতম প্রধান কাজ।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বোয়েসেল কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	কার্যক্রম	অগ্রগতি
১.	মহিলা গার্মেন্টস কর্মী অভিবাসন	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়নে প্রকৃত মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের স্বল্প খরচে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বোয়েসেল বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা নিম্নরূপ: (ক) জর্ডান ও বাহরাইন এর গার্মেন্টস কোম্পানীর প্রতিনিধি ঢাকায় এসে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত মহিলা গার্মেন্টস কর্মী নির্বাচন করে থাকে। (খ) মহিলা কর্মীগণ শুধুমাত্র বোয়েসেলে ১০,০০০/- টাকা সার্ভিস চার্জ প্রদান করে জর্ডান গমন করছে। তাদের ভ্যাট বহির্গমন ট্যাক্স, কল্যাণ ফি এবং রেজি:ফি সহ সর্বমোট ১৪,৯০০/- টাকা ব্যয় হয়। অন্যদিকে বাহরাইনের জন্য সর্বমোট ১৫,১৫০/- টাকা (সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট, বহি:গমন ফি, কল্যাণ ফি ও রেজিস্ট্রেশন ফি) বাবদ প্রদান করে থাকে। (গ) প্রত্যেক মহিলা গার্মেন্টস কর্মী ন্যূনপক্ষে মাসিক ১৪,০০০/- টাকা আয় করছে এবং কর্মীদের থাকা, খাবার এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা কোম্পানী করছে। (ঘ) বোয়েসেলের কোন দালাল/মধ্যস্বত্ব ভোগী/এজন্টে নাই বিধায় মেয়েরা সরাসরি বোয়েসেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে কোন প্রকার প্রতারণা বা হয়রানি ছাড়াই বিদেশ যেতে পারছে। (ঙ) ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জর্ডানের বিভিন্ন গার্মেন্টসএ মহিলা কর্মী ৭৮০০ জন এবং পুরুষকর্মী ১৯৯ জন সর্বমোট ৭৯৯৯ জন কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। (চ) ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাহরাইনের বিভিন্ন গার্মেন্টস এ মহিলা কর্মী ২৯৩ জন এবং পুরুষকর্মী ১০৯ জন মোট ৪০২ জন কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	কোরিয়ায় অভিবাসন	Employment Permit System এর আওতায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বোয়েসেলের মাধ্যমে ২০০৮ খ্রি: হতে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ: (১) কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় ৮৫০ ডলার সমমানে ৬৮,০০০/- টাকা মাত্র। (২) কর্মীগণ দক্ষিণ কোরিয়ার ওভারটাইমসহ মাসিক ১ লক্ষ টাকার উপরে আয় করে থাকে এবং তাদের থাকা এবং খাবার ব্যবস্থা নিয়োগকারী কোম্পানী করে থাকে। (৩) ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ইপিএস এর মাধ্যমে মোট ১৯২৭ জন কর্মী চাকুরি নিয়ে বোয়েসেলের মাধ্যমে কোরিয়া গমন করেছে। (৪) ইপিএস এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় গমনের জন্য কর্মী নির্বাচন এবং কর্মী প্রেরণসহ সকল প্রক্রিয়া অনলাইনে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
৩.	ডাক্তার প্রেরণ	২০১৪-১৫ অর্থবছরে ওমান ও মালদ্বীপ এ ডাক্তার প্রেরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ওমানে ০৫ জন এবং মালদ্বীপে ১৮ জন ডাক্তার গমন করেছে।

৪.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড:

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী ও তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণে ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এটি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে রূপান্তরিত হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বোর্ডের সদস্য হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং বায়রার প্রতিনিধিগণ রয়েছেন। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) এ বোর্ডের সদস্য সচিব।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	অগ্রগতি
১.	মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান	প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে পৌছালে বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক কর্তৃক মৃতদেহ গ্রহণপূর্বক পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ২৬৩৫ জন প্রবাসীর মৃতদেহ দেশে আনয়ন করা হয়। মৃত কর্মীর মৃতদেহ পরিবহন এবং দাফন খরচ বাবদ ০৯ কোটি ২২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।
২.	প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান	বিদেশে বৈধভাবে গমণকারী মৃত কর্মীর প্রতি পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ১ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখ হতে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ৩,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত তারিখের পূর্বে মৃত্যুবরণকারীর পরিবারকে ২,০০,০০০/- টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হত। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রবাসে মৃত ৩১৯৩ জন কর্মীর পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে মোট ৮২ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩.	মৃতদেহ দেশে আনয়ন	প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশি কর্মীর মৃতদেহ পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে দেশে আনা হয়। কোন মৃতের পরিবার মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে দেশে দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৪৪৫ জন কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনা হয়েছে।
৪.	মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ বকেয়া বেতন/ সার্ভিস বেনিফিট/ ইন্স্যুরেন্স আদায় ও বিতরণ	প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা/অন্য কোনো সংস্থা/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং আদায়কৃত অর্থ ওয়ারিশদের অনুকূলে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রবাসে মৃত ৫০২ জন কর্মীর অনুকূলে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্স্যুরেন্স বাবদ আদায়কৃত মোট ৪৯ কোটি ২৫ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮১৭ টাকা তাদের পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
৫.	শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের জন্য ২০১২ সালে শিক্ষাবৃত্তি প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে প্রতি বছর পিএসসি ক্যাটাগরিতে ২৫০ জন, জেএসসি ক্যাটাগরিতে ২০০ জন, এসএসসি ক্যাটাগরিতে ১৫০ জন এবং এইচএসসি ক্যাটাগরিতে ১০০ জনসহ মোট ৭০০ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৯০৬ জন শিক্ষার্থীকে মোট ১,৩৬,৬৮,৭০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।
৬.	প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং	চাকরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন ও নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, ভাষা, শ্রম আইন, আবহাওয়া ও পরিবেশ, অধিকার-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ২৩৬৩৪ জন কর্মীকে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়।

৪.৪ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক:

মূল্যবান রেমিটেন্স প্রেরণকারী এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভাবনীয় অবদান রাখা অভিবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সরকার ১১ অক্টোবর ২০১০ সালে **''প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০''** পাশের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল, ২০১১ সালে ৪র্থ 'কলম্বো প্রসেস সম্মেলনের' সময় ব্যাংকটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকায় অবস্থিত। বিদেশগামী ও প্রবাসফেরত কর্মীদের দোরগোড়ায় ব্যাংকের সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ০৭ টি বিভাগীয় শহরসহ সারাদেশে ব্যাংকের মোট ৪৯ টি শাখা রয়েছে। এ ব্যাংকের সকল শাখায় ০১ জনানুয়ারি, ২০১৪ তারিখ থেকে অন লাইন ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। ঋণ আদায় ত্বরান্বিত, রেমিট্যান্স আনয়ন এবং ব্যাংকের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু, ক্লিয়ারিং হাউজের সদস্যপদ হওয়া এবং এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকটিকে বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংকে রূপাপন্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.৪.১. ঋণ বিতরণ ও আদায়:

ক) ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগদান পরবর্তী সময়োপযোগী পদক্ষেপ যথাঃ শাখাসমূহের মনিটরিং জোরদার, শাখাসমূহের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাংকিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ত্রৈমাসিক কর্মশালায় আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন মূল্যায়ণের ফলে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪২২১ জন বিদেশগামী কর্মীকে মোট ৩২.৮৬ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
খ) ঋণ বিতরণের পাশাপাশি আদায়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২৩.৮৪ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

৪.৪.২ প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা:

ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন এফ এম রেডিও, সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোতে টকশো এবং নিজস্ব অর্থায়নে ডকুমেন্টরি তৈরী করে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া চলতি অর্থ-বছরে ১৬,১০০ পোস্টার, ২৫,০০০ লিফলেট তৈরী করে বিতরণ করা হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

৪.৪.৩ ব্যতিক্রমী ও অন্যান্য সেবা প্রদান:

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিদিন গড়ে ২৫০০-৩০০০ জন বিদেশ গমনেচ্ছু পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের নিকট হতে অতি দ্রুত সময়ে ওয়ানস্টপ সেবার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ফি, স্মার্টকার্ড ফি এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট ফি বাবদ টাকা আদায় করছে। এতে করে বিদেশগামী কর্মীদের অতিরিক্ত খরচ ও সময় উভয়েরই সাশ্রয় হচ্ছে।

৪.৪.৪ ডিজিটাইজেশন:

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয়ে কম্পিউটারাইজেশনের কোনো বিকল্প নেই।এ জন্য প্রধান কার্যালয় ও প্রতিটি শাখার সকল স্তরে কম্পিউটার জ্ঞান সম্পন্ন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৪ হতে অন-লাইন ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। এর ফলে এ ব্যাংকের গ্রাহকগণ যে কোন শাখায় টাকা জমা প্রদান ও গ্রহণ করতে পারছে। এতে ঋণ গ্রহীতাদের অর্থ ও সময় উভয়ই সাশ্রয় হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ ডাটা নিরাপদ করার লক্ষ্যে ভাড়া ভিত্তিক ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় সফটওয়ার তৈরীপূর্বক সকল আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যায় ৫

উপসংহার

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকারের আমলে বিদেশে অভিবাসী কর্মী প্রেরণসহ রেমিটেন্স প্রবাহ অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবছর এদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করছে। বিদেশগামী এ সকল কর্মীদের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ, প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান কার্যক্রমে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিদেশে প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা ৪,৬১,৯৪৬ জন এবং অর্জিত রেমিট্যান্স ১৫.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের আমলে অভিবাসন খাতের যে ক্রমান্বয়ে উন্নতি ঘটছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দুরদর্শী দিক-নির্দেশনা এবং এ মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে ইতোপূর্বে মালয়েশিয়ায় ২ লক্ষ ৬৬ হাজার, সৌদি আরবে প্রায় ৮ লক্ষ অবৈধ বাংলাদেশি কর্মীকে বৈধকরণের আওতায় আনা সম্ভব হয়। অন্যান্য যে সকল দেশে অবৈধভাবে বাংলাদেশি কর্মী বসবাস করছে, তাদেরকেও পর্যায়ক্রমে বৈধকরণের বিষয়ে শ্রম কূটনৈতিক তৎপড়তা অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান সরকারের সফল শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে বিদ্যমান শ্রমবাজার ধরে রাখার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে নতুন নতুন শ্রমবাজার হিসাবে ইতোমধ্যে হংকং, জর্ডান, মরিশাস, পোল্যান্ড, সুইডেন, বেলারুশ, পাপুয়া নিউগিনি, সিসিলি, আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কোরিয়া, রুমানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া, সুদান, মালদ্বীপ, থাইল্যান্ডসহ প্রভৃতি দেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরকালে বাংলাদেশ থেকে কর্মী প্রেরণের বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে ইতিবাচক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সৌদি আরবে ডোমেস্টিক সার্ভিস ওয়ার্কার নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। এ উপলক্ষে সৌদি আরবের প্রতিনিধিগণ একাধিকবার বাংলাদেশ সফর করে এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগ বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের অধীনে গঠিত জয়েন্ট কমিটির ৬ষ্ঠ ও ৭ম সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের নিমিত্ত থাইল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফর করা হয়। থাইল্যান্ডে কর্মী প্রেরণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে।

পূর্ববর্তী জোট সরকারের সময়ে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে ৮১টি পদ সম্বলিত ১৬টি শ্রম উইং চালু ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের আওতায় ১০১টি পদ সম্বলিত ১২টি নতুন শ্রম উইং সৃজন করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে শ্রম উইংয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮টি। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গবেষণা সেল এর মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রমিক গ্রহণকারী দেশসমূহে শ্রম বাজারের চাহিদা বিশ্লেষণ করে যেসব দেশে কর্মী চাহিদা বেশী রয়েছে সেসব দেশে অধিকহারে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া অধিকহারে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে শ্রমিক গ্রহণকারী দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে জনশক্তি প্রেরণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে।

****

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা ঃ

মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর

ফ্যাক্স নং-৯৩৪২৭৫৫, E-mail: minister@probashi.gov.bd, www.probashi.gov.bd

নাম ও পদবী	টেলিফোন নাম্বার	
	অফিস	বাসা
জনাব নুরুল ইসলাম বি.এসসি **মাননীয় মন্ত্রী, E-mail: minister@probashi.gov.bd**	ফোনঃ ৯৩৪২৯২৮, (চ.ঙ), ইন্টাঃ ১০১	ফোনঃ ০১৮১৯-৩১১৪২৩
জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, **E-mail: mohsin5805@gmail.com**	ফোনঃ ৯৩৪৪৫৮২, ইন্টারকমঃ ১০৮	মোবাঃ ০১৭১৫-৮৩০৪৮৪ (বাসা-৯৬৭৩৭১৫)
জনাব ইয়াসির মোঃ আদনান মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, **E-mail: yas.adnan@gmail.com**	ফোনঃ ৮৩৩১০৭৭, ইন্টারকমঃ ১০৯	মোবাঃ ০১৬৮০-০৬৬৩২১
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম মাননীয় মন্ত্রীর জনসংযোগ কর্মকর্তা, **E-mail: jahangir31info@gmail.com**	ফোনঃ ৯৩৫৫৭৮১, ইন্টারকমঃ ১৯৯	মোবাঃ ০১৭১৭-২৭০৬৬৯
জনাব একে এম নিয়াজ মোরশেদ মাননীয় মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, **E-mail: morshed.niaj@yahoo.com**	ফোনঃ ৯৩৫৫৭৮১, ইন্টারকমঃ ১১০	মোবাঃ ০১৮২৪-৪৪৭৮১২
জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির মাননীয় মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, **E-mail: hhhkpolash@gmail.com**	ফোনঃ ৯৩৪২৯২৮, ইন্টারকমঃ ১৭৩	মোবাঃ ০১৫৩৪-৫৮১৭২৫

সচিব মহোদয়ের দপ্তর

ফ্যাক্স নং- ৯৩৩০৭৬৬, E-mail: secretary@probashi.gov.bd, www.probashi.gov.bd

নাম ও পদবী	টেলিফোন নাম্বার	
	অফিস	বাসা
বেগম শামছুন নাহার **সচিব, E-mail: secretary@probashi.gov.bd**	ফোনঃ ৮৩৩৩৬০৪ (চ.ঙ), ইন্টাঃ ১০২ ফোনঃ ৯৩৩০৭৬৬ (উ/ঋধী)	ফোনঃ ৯১১১৪৯৪ মোবাঃ ০১৭১৩-০৪২২৪৬/ ০১৮১৯-২৬২১৭৫
জনাব মোঃ অহিদুল ইসলাম সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, **E-mail: ohid08@gmail.com**	ফোনঃ ৯৩৪৪৫১০, ইন্টাঃ ১১১	মোবাঃ ০১৭১২-৬৩০৮৬৩
জনাব মোঃ মোরশেদ আলম সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, E-mail: **morshedmalia@gmail.com**	ফোনঃ ৮৩৩৩৬০৪ (চ.ঙ), ইন্টাঃ ২২২	মোবাঃ ০১৭২৫-২৮৭০৫৮
জনাব মোঃ ফজলুল করিম সচিব মহোদয়ের কম্পিউটার অপারেটর, **E-mail: karimbdcd@gmail.com**	ফোনঃ ৮৩৩৩৬০৪ , ইন্টাঃ ২২২	মোবাঃ ০১৯১৪-৬৮৪৩১৬

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, টেলিফোন/মোবাইল ও ইন্টারকম নাম্বারের তালিকা:

প্রকবৈকম (৯ম তলা) ফ্যাক্স নং- ৮৩১৩৯১৯, ফ্রন্ট ডেস্ক ইন্টারকম-১৬৮

প্রশাসন		কর্মসংস্থান ও শ্রম বাজার গবেষণা	
নাম ও পদবী	টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল	নাম ও পদবী	টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল
জনাব জাবেদ আহমেদ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	ফোনঃ ৯৩৩৯০৯৭, ইন্টারকমঃ ১০৩ মোবাঃ ০১৭১৪-৪৬৩৫৮৯, বাসা-৯১০৪৭৩৩ E-mail: **jbdahmed63@gmail.com**	**জনাব মোঃ আবদুর রউফ** যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান ও শ্রম বাজার গবেষণা)	ফোনঃ ৮৩১৬৯৪৫, ইন্টারকমঃ ২১৩ মোবাঃ ০১৭১২-২০৫১৫৫ E-mail: **md.rauf84@gmail.com**
জনাব এ. কে. এম টিপু সুলতান উপসচিব (প্রশাসন)	ফোনঃ ৯৩৪৯২৪৬, ইন্টারকমঃ ১১৩ মোবাঃ ০১৫৫৬-৩৫৯৯৭২, বাসা-৮১৪২৭৯৬ E-mail: **tipu_magistrate@yahoo.com**	**জনাব মোঃ আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর** উপসচিব (কর্মসংস্থান-১)	ফোনঃ ৯৩৫৭২৮৪, ইন্টারকমঃ ২১৫ মোবাঃ ০১৭১১-৮১৯৪৬৩, বাসা-............ E-mail: **humayunsg@yahoo.com**
জনাব মোঃ ফারুকুজ্জামান উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়)	ফোনঃ ৯৩৪৯২৩০, ইন্টারকমঃ ১১৫ মোবাঃ ০১৭৬৮-৪৫৬৬৭০, বাসা-৫৮৩১৪৬৫৯ E-mail: **kazikamrunnahar73@gmail.com**	**সৈয়দা সাহানা বারী** যুগ্ম সচিব (শ্রম বাজার গবেষণা)	ফোনঃ ৮৩১১৫৯০, ইন্টারকমঃ ১০৭ মোবাঃ ০১৭১৭-১৫০৮৫১, বাসা-৮৯৯১৩১৩ E-mail: **syeda_bari@yahoo.com**
জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন শাখা)	ফোনঃ ৯৩৪৯৩১৪, ইন্টারকমঃ ১১৭ মোবাঃ ০১৭৩১-৭৭৫২৮৭, বাসা-........ E-mail: **hossain120668@gmail.com**	**জনাব মোঃ মাসুদ করিম** উপসচিব (শ্রম বাজার গবেষণা অধিশাখা)	ফোনঃ ...., ইন্টারকমঃ .... মোবাঃ ০১৭৪০-৯২১২৮২, বাসা- E-mail: **karim1967@gmail.com**
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া সহকারী সচিব (সমন্বয় শাখা) কাউন্সিল অফিসার	ফোনঃ ...., ইন্টারকমঃ .... মোবাঃ ০১৯৯১-৭০৭০৪১, বাসা- উ-সধরষ:	**বেগম রাবেয়া বসরী** সিনিয়র সহকারী সচিব (কর্মসংস্থান-২)	ফোনঃ ৮৩৩২২৫১৯, ইন্টারকমঃ ৩৩৩ মোবাঃ ০১৭৪১-৬১০৬৪০, বাসা- E-mail: **rebaafroz@gmail.com**

বাজেট

জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার যুগ্মসচিব (বাজেট)	ফোনঃ ৯৩৪৯৮৩৭, ইন্টারকমঃ ১১২ মোবাঃ ০১৭১১-৯০১৫২২ E-mail: nur1965@yahoo.com
বেগম ফেরদৌসী আখতার উপসচিব (বাজেট ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল)	ফোনঃ ৯৩৪৯২৫৩, ইন্টারকমঃ ১২১ মোবাঃ ০১৭২০-৩০৪১৩২ E-mail: ferdousi6786@gmail.com
জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান উপসচিব (সেবা)	ফোনঃ ৫৫১৩৮০৮০, ইন্টারকমঃ ২১৯ মোবাঃ ০১৭১৫-০১৬৪২২, বাসা-৯৩৪০৩৫৩ E-mail: ankitakabid@yahoo.com
ডক্টর কাজী কামরুন নাহার সিনিয়র সহকারী সচিব (সংসদ ও সমন্বয়)	ফোনঃ ...., ইন্টারকমঃ .... মোবাঃ ০১৫৫২-৩২৭২৩১, বাসা-৯৬৬০৩১২ E-mail: kazikamrunnahar73@gmail.com
জনাব মোঃ রেজাউল করিম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	ফোনঃ ৯৩৫৬৯৬৫, ইন্টারকমঃ ১২৪ মোবাঃ ০১৭৩৮-৭১৫৩৯০ উ-সধরষ: ৎবুধমড়ৎরষধ৭৩@মসধরষ.পড়স
জনাব হোসাইন মোহাম্মদ মামুন সহকারী প্রোগ্রামার (আইটি সেল)	ফোনঃ ৫৫১৩৮০৮২, ইন্টারকমঃ ২১৬ মোবাঃ ০১৭৪২-৫৪৪৫৮৩ E-mail: mitmamundu@gmail.com
মনোয়ারা আখতার ***প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, এজি অফিস***	**ফোনঃ ৮৩৩১১৪৯** **মোবাঃ ০১৭১০-৯২১৭৭০**

কল্যাণ ও মিশন

জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক যুগ্মসচিব (কল্যাণ ও মিশন)	ফোনঃ ৯৩৪৯১৫৩, ইন্টারকমঃ ১০৬ মোবাঃ ০১৫৫২-৩৯১০০৭, বাসা-৯৮৮০৪২২ E-mail: azharhuq@gmail.com
বেগম শাহীনা ফেরদৌসী উপসচিব (কল্যাণ অধিশাখা)	ফোনঃ ৯৩৪৪৫৪৬, ইন্টারকমঃ ১৭৬ মোবাঃ ০১৭৯৭-৪৯৯৭৩০, বাসা- E-mail: ferdousi.6821@gmail.com
জনাব মোজাফ্ফর আহমেদ উপসচিব (মিশন অধিশাখা)	ফোনঃ ৯৩৪৯৪২১, ইন্টারকমঃ ১১৬ মোবাঃ ০১৬১১-৫৭৮৭৪৭, বাসা-৮০৩১৯৫৮ E-mail: mahmed5769@gmail.com
জনাব কালাচাঁদ সরকার সহকারী সচিব (কল্যাণ শাখা)	ফোনঃ ৯৩৫৭১১৮, ইন্টারকমঃ ১৫৭ মোবাঃ ০১৯১৬-০৩৪৫১৯, বাসা-৯১২১০৮২ E-mail: welfare6@probashi.gov.bd

প্রশিক্ষণ

জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ)	ফোনঃ ৮৩১১৪৮৬, ইন্টারকমঃ ১০৪ মোবাঃ ০১৭১২-২৯৬৩৯৬ E-mail: sujaet@gmail.com/ jstrg.mewoe@gmail.com
বেগম তাহমিদা আহমদ উপসচিব (প্রশিক্ষণ অধিশাখা)	ফোনঃ ৮৩১৭০৮৯, ইন্টারকমঃ ১৩৫ মোবাঃ ০১৮৩২-৫২৬২১৮, বাসা-৯৬৬৫৭৪৮ E-mail: noumisamin@yahoo.com
বেগম রাফাত আফরীন দিনা সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ শাখা)	ফোনঃ ...., ইন্টারকমঃ .... মোবাঃ ০১৭৯৪-১১৬৪২৬, বাসা-..................... উ-সধরষ:

কর্মসংস্থান ও পলিসি

জনাব মোঃ বদরুল আরেফীন যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান ও পলিসি)	ফোনঃ ...., ইন্টারকমঃ ২২০ মোবাঃ ০১৯১৮-৫২২৩২৩, বাসা-৫৮৩১১১৯২ E-mail: badrularefin@gmail.com
জনাব মোহাম্মদ শাহীন উপসচিব (কর্মসংস্থান ও পলিসি অধিশাখা)	ফোনঃ ৮৩১৫৯৭৩, ইন্টারকমঃ ২১৪ মোবাঃ ০১৭১১-৩৭০৪৪৭, বাসা-৯৩৪২২৬৭ E-mail: shaheen.moni@gmail.com
বেগম শোভা শাহনাজ সিনিয়র সহকারী সচিব (কর্মসংস্থান শাখা-৩)	ফোনঃ ৮৩১৩৫০৮, ইন্টারকমঃ ২২১ মোবাঃ ০১৮১৬-২৫৬৫৬৮, বাসা-৯০২৩৪৫৭ E-mail: shahnazshova@gmail.com
জনাব মোঃ জাকির হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব (কর্মসংস্থান শাখা-৪)	ফোনঃ ৯৩৫৬৭৩৫, ইন্টারকমঃ ২২৩ মোবাঃ ০১৭১২-১৫৪৪০০, বাসা- E-mail: zakir2kbd@gmail.com

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা

জনাব নারায়ণ চন্দ্র বর্মা যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	ফোনঃ ৮৩১৭৫৫৬, ইন্টারকমঃ ১০৫ মোবাঃ ০১৭১২-৫৫৬৭৯০ E-mail: narayan_barma@yahoo.com
জনাব কে এম আলী রেজা উপপ্রধান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	ফোনঃ ৮৩১৭৯০৬, ইন্টারকমঃ ১৪০ মোবাঃ ০১৯৬১-৫৬১৭০৪, বাসা-৯৬৭৩৬৫৯ E-mail: kazisham@yahoo.com
বেগম রাহনুমা সালাম খান উপপ্রধান (পরিকল্পনা-২)	ফোনঃ ৮৩১৭৯৩১, ইন্টারকমঃ ১৪৮ মোবাঃ ০১৯১১-৩১৪০৪৪, বাসা-৯১৩৮৬০৫ Mail: rahnuma.khan@gmail.com
জনাব সুব্রত শিকদার সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১)	ফোনঃ ৮৩১৬৭৮৭, ইন্টারকমঃ ১৪১ মোবাঃ ০১৫৫২-৪৬৩৮৮৩, বাসা-৫৮৬১২২২৩ Mail: subrata.sikder@gmail.com

মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট

জনাব মোঃ আকরাম হোসেন যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট)	ফোনঃ ৮৩৩৩৪২০, ইন্টারকমঃ ১৩৭ মোবাঃ ০১৭১১-৩৭৭৩৮৪, বাসা-৮৩৩৩৫৫০ E-mail: akram.hossain.bcs@gmail.com
জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন উপসচিব (মনিটরিং অধিশাখা)	ফোনঃ ৯৩৫৬৮৭৬, ইন্টারকমঃ ১৩৮ মোবাঃ ০১৭১৬-৫১৯৯২৯, বাসা-৫৮৩১০৭০৭ E-mail: musha9166@yahoo.com
জনাব খলিল আহমদ উপসচিব (মিশন অধিশাখা)	ফোনঃ ৯৩৪৯৪২১, ইন্টারকমঃ ১১৬ মোবাঃ ০১৭১৬-৮০৬৬৬৬, বাসা- E-mail: khalil6665@yahoo.com
জনাব মোঃ মাকসুদুর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব (মনিটরিং শাখা)	ফোনঃ ৮৩১৩৯১৯, ইন্টারকমঃ মোবাঃ ০১৭৫২-৫৯২৮৮২, বাসা- উ-সধরষ:
বেগম রুমানা রহমান শম্পা সিনিয়র সহকারী সচিব (এনফোর্সমেন্ট শাখা)	ফোনঃ ৮৩১৭৪১৫, ইন্টারকমঃ১৪৩ মোবাঃ ০১৭৮৬-২৫৯২৯৩, বাসা- E-mail: shampa15925@gmail.com

জনাব মুঃ গোলাম মোস্তফা সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ শাখা)	ফোনঃ ৫৫১৩৮৬৫৬, ইন্টারকমঃ ১৩৬ মোবাঃ ০১৭১১-৫৮৬৫৮৪, বাসা-৯০২২৮১১ E-mail: **mustafa8053801@gmail.com**	**সংস্থা**	
		জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন যুগ্ম সচিব (সংস্থা)	ফোনঃ ৮৩১১৫৯০, ইন্টারকমঃ ১০৭ মোবাঃ ...., বাসা-......................... উ-সধরষ: ....
		কাজী আবেদ হোসেন উপসচিব (সংস্থা)	ফোনঃ ৯৩৪৪৫৪৬, ইন্টারকমঃ ১৭৬ মোবাঃ ০১৭১৬-২৬৯৪২৬, বাসা-৯৬১৩৯৭৯ E-mail: **kahussain71@gmail.com**

পরিশিষ্ট:ক

(মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram)

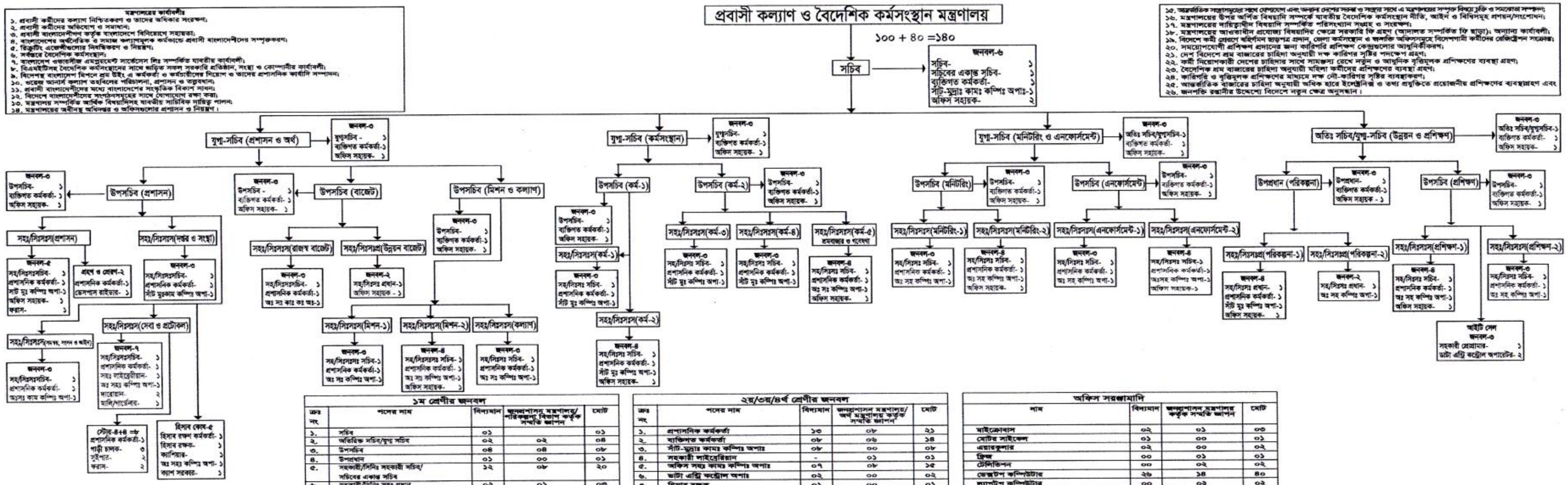

১ম শ্রেণীর জনবল				
ক্রঃ নং	পদের নাম	বিদ্যমান	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপন	মোট
১.	সচিব	০১		০১
২.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব	০২	০২	০৪
৩.	উপসচিব	০৪	০৪	০৮
৪.	উপপ্রধান	০১	০০	০১
৫.	সহকারী/সিনিঃ সহকারী সচিব/ সচিবের একান্ত সচিব	১২	০৮	২০
৬.	সহকারী/সিনিঃ সহঃ প্রধান	০২	০১	০৩
৭.	সহকারী প্রোগ্রামার	০১	০০	০১
৮.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০০	০১
	মোট =	২৪	১৫	৩৯

২য়/৩য়/৪র্থ শ্রেণীর জনবল				
ক্রঃ নং	পদের নাম	বিদ্যমান	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপন	মোট
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩	০৮	২১
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৮	০৬	১৪
৩.	সাঁট-মুদ্রাঃ কামঃ কম্পিঃ অপাঃ	০৮	০০	০৮
৪.	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	-	০১	০১
৫.	অফিস সহঃ কামঃ কম্পিঃ অপাঃ	০৭	০৮	১৫
৬.	ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপাঃ	০২	০০	০২
৭.	হিসাব রক্ষক	০১	০০	০১
৮.	ক্যাশিয়ার	০১	০০	০১
৯.	গাড়ী চালক	০৩	০০	০৩
১০.	ক্যাশ সরকার	০১	০০	০১
১১.	ডেসপাস রাইটার (ডিআর)	০১	০০	০১
১২.	অফিস সহায়ক-	১৫	১০	২৫
১৩.	ফরাস	০১	০২	০৩
১৪.	দারোয়ান	০০	০২	০২
১৫.	সুইপার	০০	০২	০২
১৬.	মালি / গার্ডেনার	০০	০১	০১
	মোট =	৬১	৪০	১০১

অফিস সরঞ্জামাদি			
নাম	বিদ্যমান	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপন	মোট
মাইক্রোবাস	০২	০১	০৩
মোটর সাইকেল	০১	০০	০১
এয়ারকুলার	০২	০০	০২
ফ্রিজ	০০	০১	০১
টেলিভিশন	০০	০২	০২
ডেস্কটপ কম্পিউটার	২৬	১৪	৪০
ল্যাপটপ কম্পিউটার	০০	০২	০২
ফটোকপিয়ার	০৩	০২	০৫
ফ্যাক্স মেশিন	০১	০৩	০৪
ইন্টারকম	১৬	সমন্বিত টেলিফোন নীতি মালা ২০০৪ অনুযায়ী	১৬
কালার প্রিন্টার	০০	০১	০১
ফ্লুরোকেটিং মেশিন	০১	০০	০১
কম্পিউটার প্রিন্টার	০০	১৫	১৫
মোট =	৫২	৪১	৯৩

(ড. খোন্দকার শওকত হোসেন)
সচিব